

তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস
ও
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

মূল
ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

মূল: ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

ভাষান্তর: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: যুলহজ ১৪৩৭ হি. = সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৪৩, বিষয় ক্রমিক: ০৫

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

Tabiyeen-e-kiram, Ilmm-a-Hadish O Imam Abu Hanifa (Rh.): By: Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 140

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saajbd.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম সারির তাবেয়ীগণের ইলমে হাদীসের উত্তরাধিকারী ছিলেন	০৫
১. ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী থেকে হাদীস অর্জন	০৫
২. ইমাম শা'বী থেকে হাদীস অর্জন	০৭
৩. ইমাম ইকরামা থেকে হাদীস অর্জন	১৪
৪. ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির থেকে হাদীস অর্জন	১৮
৫. ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ থেকে হাদীস অর্জন	১৯
৬. ইমাম হাকাম ইবনে উতাইবা থেকে হাদীস অর্জন	২৩
৭. ইমাম কাসেম আবদুর রহমান থেকে হাদীস অর্জন	২৭
৮. ইমাম নাফি' মওলা ইবনে ওমর থেকে হাদীস অর্জন	২৯
৯. ইমাম কাতাদা ইবনে দি'আমা থেকে হাদীস অর্জন	৩২
১০. ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান থেকে হাদীস অর্জন	৩৭
১১. ইমাম ইয়াযীদ আল-ফকীর থেকে হাদীস অর্জন	৪২
১২. ইমাম সিমাক ইবনে হারব থেকে হাদীস অর্জন	৪৪
১৩. ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী থেকে হাদীস অর্জন	৪৬
১৪. ইমাম আমর ইবনে দীনার থেকে হাদীস অর্জন	৫১
১৫. ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী থেকে হাদীস অর্জন	৫৪
১৬. ইমাম ওসমান ইবনে আসিম থেকে হাদীস অর্জন	৫৮
১৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হাদীস অর্জন	৬০
১৮. ইমাম মনসুর ইবনে মু'তামির থেকে হাদীস অর্জন	৬৩
১৯. ইমাম হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে হাদীস অর্জন	৬৭
২০. ইমাম জাফর সাদিক থেকে হাদীস অর্জন	৭০
২১. ইমাম আ'মশ থেকে হাদীস অর্জন	৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর	৭৯
হাদীসের শায়খগণ ও তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা	
১. ইমাম আযম (রহ.) তাঁর মাশায়েখ থেকে কোন ধরনের	৭৯
জ্ঞান অর্জন করেছেন?	
২. ফিকহ ও হাদীসগ্রন্থ সিহাহ সিত্তার ইমামগণের মাশায়েখের	৮১
পর্যালোচনা	
৩. হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়েখের সংখ্যা	৮৩
৪. ইলমে হাদীসে ইমাম আযম (রহ.)-এর উঁচুমানের সনদ	৮৫
৫. ইলমে হাদীসে ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খগণের নাম	৮৭
৬. ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়েখের থেকে ১২৫ জন রাবী	৮৯
সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারী	
৭. ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খগণের	৯৮
গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা	

প্রথম অধ্যায়: ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম সারির তাবেয়ীগণের ইলমে হাদীসের উত্তরাধিকারী ছিলেন

বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ১২৫ জন প্রসিদ্ধ হাদীসের শায়খের নাম উল্লেখযোগ্য শায়খগণের মধ্যে প্রথম সারির তাবেয়ী ছিলেন অনেকে। তাঁরা সকলেই হাদীসশাস্ত্রের পশ্চি ছিলেন। তাঁরা তাবেয়ী হওয়ায় সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাই তাদের সংস্পর্শের কারণে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনেক ফয়েয অর্জন হয়েছে। এ অধ্যায়ে সেই ১২৫ জন বিজ্ঞ তাবেয়ী থেকে ২১ জন তাবেয়ীর জীবনী ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁদের অবদানের আলোচনা তুলে ধরা হলো। যাঁদের জ্ঞানগত অবস্থান মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ কিতাবে তুলে ধরেছেন। অতএব এ সকল প্রখ্যাত শায়খের হাদীসের মর্যাদা অবগত হওয়ার পর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের স্থান নির্ধারণ করা সহজ হবে।

১. ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (ওফাত: ৯৫ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

পুরো নাম আবু ইমরান ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কায়স ইবনে আসওয়াদ। তিনি কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হযরত আলকামা (রহ.), হযরত মাসরুক (রহ.), হযরত আসওয়াদ (রহ.), হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফলা (রহ.), হযরত কাজী শুরাইহ (রহ.), হযরত হাম্মাম ইবনে হারিস (রহ.) ও অন্যান্য প্রখ্যাত একদল তাবেয়ীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^১ বাল্যকালে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল তাঁর।

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৫২০; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফায*, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪

তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৬

ইমাম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজুলী (ওফাত: ২৬১ হি.) বলেন,

لَمْ يُحَدِّثْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ جَمَاعَةً، وَرَأَى عَائِشَةَ.

‘তিনি কোনো সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি সাহাবীদের একদলকে পেয়েছেন এবং হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সাক্ষাৎও লাভ করেছেন।’^১

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (ওফাত: ৯৪২ হি.) ও আল্লামা মারযী ইবনে ইউসুফ আল-কারামী (ওফাত: ১০৩৩ হি.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

প্রখ্যাত তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম ইবরাহীম নখয়ী উঁচুমানের জ্ঞানগত মর্যাদার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

১. হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রহ.) ফতওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিদের বলতেন,

أَتَسْتَفْتُونِي وَفِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ؟

‘তোমরা কি আমার থেকে ফতওয়া তালশ করছো? অথচ তোমাদের মাঝে ইবরাহীম জীবিত?’^৩

২. ইমাম অ’মশ (ওফাত: ৯৪) তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করেন,

كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَيْرُفِيًّا فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ يَتَوَقَّى الشُّهُرَةَ وَلَا يَجْلِسُ إِلَى الْإِسْطَوَانَةِ.

^১ আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ’লামিন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৫২১

^২ (ক) আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নু’মান, পৃ. ৬৬; (খ) মারআ আল-কারমী, তানওয়ীরুল বাসায়িরিল মুকাল্লাদীন, পৃ. ৫৫

^৩ (ক) আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ’লামিন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৫২৩; (খ) আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হফফায়, খ. ১, পৃ. ৭৪

৭ তবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

‘ইবরাহীম হাদীসশাস্ত্রের সমালোচক ছিলেন। তিনি লোক দেখানো থেকে বিরত থাকতেন। তাই মসজিদের কোনো স্তম্ভের নিকট বসতেন না।’^১

৩. তবেয়ী ইমাম শুআইব ইবনে হাবহাব আল-বাসরী (ওফাত: ১৩০ হি.) বলেন,

كُنْتُ فِيمَنْ دَفَنَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ لَيْلًا سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ،
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَدَفَنْتُمْ صَاحِبَكُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ مَا تَرَكَ
أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْهُ، أَوْ أَفْقَهَ مِنْهُ، قُلْتُ: وَلَا أَل-حَسَنَ، وَلَا ابْنَ سِيرِينَ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ
الْحِجَازِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ.

‘যে রাতে ইবরাহীম আন-নখরীকে দাফন করা হয়েছে আমি দাফনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইমাম শা’বী আমাদের থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আপন সাথীকে দাফন করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তিনি তাঁর পরে তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ বা জ্ঞানী রেখে যাননি। আমি বললাম, হাসান আল-বাসরী ও ইবনে সীরীনকেও না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বসরায়-কুফায়-হেজায়ে তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। এক বর্ণনায় তিনি বললেন, সিরিয়াতেও নেই।’^২

তিনি বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে মধ্য বয়সে ৯৫ হিজরীর শেষে ইন্তিকাল করেছেন।

২. ইমাম শা’বী (ওফাত: ১০৪ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

আসল নাম আমির ইবনে শরাহীল (বা আমার ইবনে গুরাহবীল)। কুফার অধিবাসী ও হামদান শাখার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিসগণের মতে, তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেছেন:

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৭৪

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৫২৬-৫২৭

১. হযরত ওসামা ইবনে যায়দ (রাযি.),
২. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৩. হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.),
৪. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.),
৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৬. হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৭. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.),
৮. হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.),
৯. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.),
১০. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.),
১১. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রাযি.),
১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.),
১৩. হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.),
১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.),
১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাযি.),
১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
২০. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযি.),
২১. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.),
২২. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.),
২৩. হযরত আওফ ইবনে মালিক (রাযি.),
২৪. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.),
২৫. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.),
২৬. হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারবা (রাযি.),
২৭. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাযি.),
২৮. হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.),
২৯. হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাযি.),
৩০. হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.),
৩১. হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযি.),
৩২. উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রাযি.),

৯ তবেইনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৩৩. হযরত ফাতিমা বিনতে কায়স (রাযি.),

৩৪. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.),

৩৫. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)।^১

১. হযরত শা'বী নিজের জন্ম সনের ব্যাপারে বলেন,

وُلِدْتُ عَامَ جُلُوءِ لَاءٍ يَغْنِي سَنَةً سَبْعَ عَشْرَةَ.

‘আমি জালুলার যুদ্ধের সময় ১৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি।’^২

২. অনেক সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে ইমাম শা'বী বলেন,

أَدْرَكْتُ خَمْسَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَكْثَرَ.

‘আমি নবী (সা.)-এর ৫০০ বা তার চেয়ে বেশি সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করেছি।’^৩

৩. ইমাম ইবনে হিব্বান (ওফাত: ৩৫৪ হি.) তাঁকে বিশ্বস্ত তবেইগণের অন্তর্ভুক্ত করে বলেন,

رَوَى عَنْ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

‘ইমাম শা'বী নবী (সা.)-এর ১৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।’^৪

শায়খ মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.), হাফিয জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও হাফিয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) প্রমুখ ইমাম শা'বী (রহ.)-কে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৫

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২২৭; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ২৮-৩১; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ৫৮

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২২৮; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮৪

^৩ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ৪৫০; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮১; (গ) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, *আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ*, খ. ৩, পৃ. ৯৯৩; (ঘ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৫, পৃ. ৫৯

^৪ ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৫, পৃ. ১৮৬

^৫ (ক) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ৩৩; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়াক*

৪. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম শা'বীর ব্যাপারে একথাও বলেছেন,

وَهُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ.

‘তিনি ইমাম আবু হানিফার সবচেয়ে বয়স্ক শায়খ ছিলেন।’^১

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

প্রখ্যাত তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম শা'বীর মর্যাদা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

১. ইমাম আবু মিজলায লাহিক ইবনে হুমাইদ (ওফাত: ১০১ হি.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْقَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ، لَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَلَا طَاوُوسَ، وَلَا عَطَاءَ، وَلَا الْحَسَنَ، وَلَا ابْنَ سِيرِينَ.

‘আমি শা'বীর চেয়ে দীনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী কাউকে দেখিনি। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িবও নন, তাউসও নন, আতাও নন, হাসান আল-বাসরী ও ইবনে সীরীনও নন।’^২

২. কাযী ইবনে শুবরামা আল-কুফী (ওফাত: ১৪৪ হি.) থেকে বর্ণিত, ইমাম শা'বী নিজের স্মরণ শক্তির ব্যাপারে বলেন,

مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَلَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ بِحَدِيثٍ قَطُّ إِلَّا حَفِظْتُهُ، وَلَا أَحْبَبْتُ أَنْ يُعِيدَهُ عَلَيَّ، وَلَقَدْ نَسِيتُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَوْ حَفِظَهُ رَجُلٌ لَكَانَ بِهِ عَالِمًا.

‘আমি আজ পর্যন্ত কাগজে লেখিনি। যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে কোনো হাদীস শোনাত তখন আমি তা মুখস্ত করে নিতাম এবং আমার দ্বিতীয়বার তা শোনার প্রয়োজন হত না। না

আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (ঘ) আস-সুয়ুতী, তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা, পৃ. ৪৭

^১ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ৭৯

^২ (ক) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ৮১; (খ) ইবনুল জওযী, সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৩, পৃ. ৭৫-এ বর্ণনার প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন।

১১ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

লেখার কারণে আমি এত জ্ঞান ভুলে গেছি যদি কেউ তা স্মরণ করে নিত সে একজন জ্ঞানী হয়ে যেত।^১

৩. কাযী ইবনে শুবরামা বলেন, আমি ইমাম শা'বীকে বলতে শুনেছি,

مَا سَمِعْتُ مِنْذُ عَشْرِينَ سَنَةً رَجُلًا يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ.

‘আমি বিশ বছর যাবত যার কাছ থেকে যে হাদীস শুনেছি আমি তাঁর চেয়ে বেশি জানি।^২

৪. ইমাম ইবনে সীরীন (ওফাত: ১১০ হি.) বলেন,

قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَلِلشَّعْبِيِّ حَلَقَةٌ عَظِيمَةٌ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ.

‘আমি কুফায় ইমাম শা'বীর অনেক বড় দরসের হালকা দেখেছি অথচ সে সময় সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট দল বিদ্যমান ছিল।^৩

৫. ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.) আবু বকর আল-হুযালী (রহ.)-কে নসীহত করে বলেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ! إِذَا دَخَلْتَ الْكُوفَةَ فَاسْتَكْثِرْ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ، وَإِنْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا أَحْيَاءَ.

‘হে আবু বকর! যখন তুমি কুফায় যাবে তখন শা'বীর দরসের হালকায় বেশি বেশি যাবে; কেননা তাঁর থেকে রসূলের সাহাবীদের যুগেও মাসআলা জিজ্ঞেস করা হত।^৪

৬. ইমাম মাকহুল আশ-শামী (ওফাত: ১১৩ হি.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنَ الشَّعْبِيِّ.

^১ (ক) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮৪; (খ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ৩৪; (গ) আস-সুয়তী, *তাবাকাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৪০

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২২৯; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮৮

^৩ (ক) ইবনুল জওবী, *সিফাতুস সাফওয়া*, খ. ৩, পৃ. ৭৫; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮৫

^৪ আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২২৯

‘আমি ইমাম শা’বীর চেয়ে বড় ফকীহ দেখিনি।’^৭

৭. ইমাম আবু হুসাইন ইবনে আসিম (ওফাত: ১২৭ হি.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنَ الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ: وَلَا شَرِيحٌ؟
فَقَالَ: تُرِيدُنِي أَنْ أَكْذَبَ؟ مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنَ الشَّعْبِيِّ

‘আমি শা’বীর চেয়ে বড় আলিম কাউকে দেখিনি। আবু বকর ইবনে আইয়াশ তাঁকে বলেন, গুরাইহও নন? তিনি বলেন, তুমি বলতে চাও যে, আমি মিথ্যা বলি? ইমাম শা’বীর চেয়ে কোনো বড় আলিম আমি দেখিনি।’^৮

৮. ইমাম আবু হুসাইন বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَفْقَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ.

‘আমি কাউকে শা’বী থেকে বড় ধর্মের জ্ঞানী দেখিনি।’^৯

৯. তাবেয়ী ইমাম আবদুল মালিক ইবনে উমাইর (ওফাত: ১৩৬ হি.)-এর বর্ণনা:

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِالشَّعْبِيِّ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِالْمَعَارِزِ، فَقَالَ: شَهِدْتُ الْقَوْمَ
وَلِهَذَا أَحْفَظُ لَهَا وَأَعْلَمُ بِهَا مَرِيٍّ.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, শা’বীর কাছ থেকে অতিক্রম করলেন তখন তিনি যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। তিনি তা শুনে বললেন, আমি সাহাবীদের সাথে নিজেই যুদ্ধে শরীক ছিলাম, কিন্তু শা’বীর নিকট যুদ্ধের জ্ঞান আমার চেয়ে বেশি জানা আছে।’^{১০}

^৭ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১৪, পৃ. ৩৫; (খ) আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হুফফায়, খ. ১, পৃ. ৮১, তাঁর বর্ণনায় আ’লামু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাকরীবুত তাহযীব, খ. ১, পৃ. ২৮৭

^৮ (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ৫৯, ক্রমিক: ১১০; (খ) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, আত-তা’দীলু ওয়াত তাখরীজ, খ. ৩, পৃ. ৯৯৩

^৯ আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হুফফায়, খ. ১, পৃ. ৮১

^{১০} (ক) আয-যাহাবী, তায়কিরাতুল হুফফায়, খ. ১, পৃ. ৮১; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ৫৯, ক্রমিক: ১১০; (গ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হুফফায়, খ. ১, পৃ.

১৩ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১০. ইমাম দাউদ ইবনে আবু হিন্দ (ওফাত: ১৩৯ হি.) বলেন,

مَا جَالَسْتُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنَ الشَّعْبِيِّ.

‘আমি শা’বীর চেয়ে বড় কোন আলিমের নিকট বসিনি।’^১

১১. ইমাম আসিম ইবনে সুলাইমান আল-আহওয়াল (মৃত: ১৪২ হি.) বলেন,

أَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنَ الْحَسَنِ، وَأَسْنُّ مِنْهُ بِسْتَيْنِ.

‘ইমাম শা’বী (রহ.) হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর চেয়ে বেশি হাদীসের জ্ঞান রাখতেন এবং বয়সে তাঁর চেয়ে দু’বছর বড়।’^২

১২. ইমাম আসিম আল-আহওয়াল (রহ.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالْحِجَازِ مِنَ الشَّعْبِيِّ.

‘আমি ইমাম শা’বীর চেয়ে বড় কুফা, বসরা ও হেজাযে হাদীসের জ্ঞানী দেখিনি।’^৩

১৩. ইমাম মুজালেদ ইবনে সাঈদ (মৃত: ১৪৪ হি.) বলেন,

كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، فَأَقْبَلَ الشَّعْبِيُّ، فَقَامَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ جَاءَ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعِ إِبْرَاهِيمَ.

‘আমি ইবরাহীম আন-নাখয়ীর নিকট বসা ছিলাম, ইমাম শা’বী তাশরীফ আনায় ইবরাহীম তাঁকে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করেন, তিনি আসার পর ইবরাহীমের বিশেষ আসরে বসে গেলেন।’^৪

ইমাম ইসমাঈল ইবনে মুজালিদ (রহ.), ইমাম আবু নু’আইম ফযল ইবনে দুকাইন (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইমরান আল-বাজালী (রহ.), ইমাম ওমর ইবনে শুয়াইব আল-মাসলানী (রহ.), ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ২২৩০; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮৫

^২ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮৪

^৩ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮৫

^৪ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৮১

ইদরীস (রহ.) ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কথা মতে ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী ৮২ বছর বয়সে ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।^১

৩. ইমাম ইকরামা (ওফাত: ১০৭ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

আসল নাম আবু আবদুল্লাহ ইকরামা আল-মাদানী আল-হাশিমী, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর স্বাধীনকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বারবার জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের মতে তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
২. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.),
৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
৬. হযরত ওকবা ইবনে আমির (রাযি.),
৭. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.),
৮. হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযি.),
৯. হযরত হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী (রাযি.),
১০. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
১১. হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.),
১২. হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রাযি.),
১৩. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.),
১৪. হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.),
১৫. হযরত আবু কাতাদা আল-আনসারী (রাযি.) ও
১৬. হযরত উম্মে আম্মারা আল-আনসারীয়া (রাযি.)।^২

হযরত আলী (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনার কথা বলতে গিয়ে ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (ওফাত: ৭৪৮ হি.) লিখেন,

وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ، وَذَلِكَ مُمَكِّنٌ لِأَنَّ ابْنَ

^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ৪৫০; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৪, পৃ. ৩৯

^২ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১২-১৩; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ২৬৫

১৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

عَبَّاسٌ مَلَكُهُ عِنْدَ مَا وَُئِيَ الْبَصْرَةَ لِعَلِيٍّ.

‘হযরত আলী (রাযি.) থেকে ইকরামার বর্ণনা নাসায়ী শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাঁকে ওই সময় গোলাম বানিয়েছেন যখন তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিলেন।’^১

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর মতো হাদীসের ইমামগণের গবেষণা মতে হযরত ইকরামা (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

প্রখ্যাত তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম ইকরামার মর্যাদা এভাবে প্রকাশ করেছেন,

১. ইমাম আবু শা’সা জাবির ইবনে যায়দ আল-বাসরী (ওফাত: ৯৩ হি.) বলেন,

هَذَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، هَذَا أَعْلَمُ النَّاسِ.

‘এ ইকরামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর মাওলা মানুষের মধ্য সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন।’^৩

২. হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (ওফাত: ৯৪ হি.) থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনি আপনার চেয়ে বড় আলিম কাউকে দেখছেন কি? তিনি বলেন,

نَعَمْ، عِكْرِمَةُ.

‘হ্যাঁ, ইকরামা।’^৪

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৯৫

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (গ) আয-যাহাবী, *আল-কাশিফু ফী মা’রিফাতি মান লাহু রিওয়াতুন ফিল কুতুবিস সিদ্দা*, খ. ২, পৃ. ৩২২; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা*, পৃ. ৫১

^৩ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৬; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ২৭২

৩. ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (ওফাত: ১০৪ হি.) বলেন,

مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْ عِكْرَمَةَ.

‘ইকরামার চেয়ে বেশি কিতাবুল্লাহর জ্ঞানী আর নেই।’^২

৪. হযরত ইকরামা নিজেই বলেন,

إِنِّي لِأَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، فَأَسْمَعُ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، فَيَنْفُتِحُ لِي
مَحْسُونٌ أَبَاً مِنَ الْعِلْمِ.

‘আমি বাজারে যাওয়ার সময় যদি কারো নিকট থেকে কোন কথা, শব্দ শোনাতে তখন তা দ্বারা আমার জন্য জ্ঞানের পঞ্চাশ দরজা খুলে যেত।’^৩

৫. ইমাম ওসমান ইবনে হাকীম থেকে বর্ণিত, আমি আবু উমামা আস‘আদ ইবনে সাহল ইবনে হানিফ (ওফাত: ১০০ হি.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, সে সময় আবু উমামার নিকট ইকরামা এসে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا أَبَا أُمَامَةَ! أَذَكَّرُكَ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا حَدَّثَكُمُ
عَنِّي عِكْرَمَةُ، فَصَدَّقُوهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ عَلَيَّ؟ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: نَعَمْ.

‘আবু উমামা! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি ইবনে আব্বাসকে একথা বলতে শুনেছেন, ‘ইকরামা আমার পক্ষ থেকে তোমাদের যা শোনায় তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর। কেননা সে আমার ওপর মিথ্যা বলে না।’ আবু উমামা বলেন, হ্যাঁ, আমি ইবনে আব্বাসকে একথা বলতে শুনেছি।’^৪

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৬; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ২৭২

^২ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৭; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ২৭১

^৩ (ক) আয-যাহাবী, *তামকিরাতুল হফফায*, খ. ১, পৃ. ৯৬; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ২৭৪

^৪ আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ২৭১

১৭ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৬. হযরত কাতাদা ইবনে দি'আমা আল-বাসরী (ওফাত: ১১৭ হি.) বলেন,

أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: الْحَسَنُ، وَأَعْلَمُهُمُ بِالْمَنَاسِكِ:
عَطَاءٌ، وَأَعْلَمُهُمُ بِالتَّفْسِيرِ: عِكْرَمَةُ.

‘মানুষের মধ্য সবচেয়ে বেশি হালাল-হারামের জ্ঞানী হাসান আল-বাসরী। তাঁদের মধ্যে হজের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী আতা ও তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাফসীরে পারদর্শী হযরত ইকরামা।’^১

৭. ইমাম কুররা ইবনে খালিদ (ওফাত: ১৫৪ হি.) বলেন,

كَانَ الْحَسَنُ إِذَا قَدِمَ عِكْرَمَةَ الْبَصْرَةِ أَمْسَكَ عَنِ التَّفْسِيرِ وَالْفُتْيَا مَا دَامَ
عِكْرَمَةُ بِالْبَصْرَةِ.

‘যখন হযরত ইকরামা বসরা আসতেন তখন হাসান আল-বাসরী তিনি বসরা থাকা পর্যন্ত তাফসীরের দরস ও ফতওয়া লেখা থেকে বিরত থাকতেন।’^২

৮. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব আল-মিসরী (রহ.) বলেন, ইবনে জুরাইজ (ওফাত: ১৫০ হি.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের নিকট কি ইকরামা এসেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন,

فَكَتَبْتُمْ عَنْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَاتَّكُمُ ثُلَاثَا الْعِلْمِ.

‘তোমরা কি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান লিখেছ? আমি বললাম, না! তিনি বললেন, তুমি দুই তৃতীয়াংশ হাদীস হারিয়ে ফেলেছেন।’^৩

অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের গবেষণা মতে হযরত ইকরামা (রহ.) মদীনা শরীফে ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।^৪

^১ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৭

^২ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৯৬

^৩ আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ২৭৪

^৪ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৪; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৯৬

৪. ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (ওফাত: ১১৪ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

আসল নাম: আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী যায়নুল আবিদীন, যিনি ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর বংশ পরম্পরা: আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-আলওয়ী আল-ফাতিমী আল-হাশিমী। তিনি মদীনা শরীফের প্রখ্যাত ওলামার অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৫৬ হিজরীতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম ও অনেক প্রখ্যাত তবেয়ী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।^১

ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসের গবেষণা মতে, ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

মুহাদ্দিসগণ ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.)-এর উঁচুমানের জ্ঞানের মর্যাদা প্রকাশ করে বলেন,

১. ইমাম ইবনে সা'দ (ওফাত: ২৩০ হি) ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

كَانَ ثِقَّةً كَثِيرُ الْحَدِيثِ.

‘তিনি বিশ্বস্ত ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।’^৩

২. ইমাম ইজলী (ওফাত: ২৬১ হি.) বলেন,

مَدَنِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَّةٌ.

^১ আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪০১-৪০২

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২; (ঘ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৪০১; (ঙ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফায*, খ. ১, পৃ. ৫৬

^৩ ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৩১২

১৯ তবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

‘তিনি বিশ্বস্ত, মাদানী ও তবেয়ী ছিলেন।’^১

৩. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) তাঁর বর্ণনায় লিখেন,

وَقَدْ عَدَّه النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ فِي فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَاتَّفَقَ الْحَفَظُ
عَلَى الْاِخْتِجَاجِ بِأَبِي جَعْفَرٍ.

‘ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য ইমামগণ তাঁকে মদীনা শরীফের ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। হুফফায়ে হাদীস ইমাম আবু জাফর থেকে বর্ণনা করার ওপর একমত।’^২

ইমাম আবু নুআইম আল-ইসফাহানী (রহ.), ইমাম সায়ীদ ইবনে উফাইর (রহ.), ইমাম মাস‘আব আয-যুবাইরী (রহ.) ও মুহাদ্দিসগণের এক দলের মতে ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।^৩

৫. ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ

(ওফাত: ১১৪ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

আসল নাম: আবু মুহাম্মদ আতা ইবনে আবু রিবাহ আসলাম আল-কুরাশী আল-মক্কী। তিনি হযরত ওসমান (রাযি.)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন:

১. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.),
২. হযরত উম্মে সালামা (রাযি.),
৩. হযরত উম্মে হানী (রাযি.),
৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
৬. হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রাযি.),
৭. হযরত রাফি‘ ইবনে খদীজ (রাযি.),
৮. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.),
৯. হযরত যায়দ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাযি.),

^১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ৩১২

^২ আয-যাহাবী, সিয়াকু আ‘লামিন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৪০২

^৩ (ক) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ‘লামিন নুবালা, খ. ৪, পৃ. ৪০৯; (খ) আস-সুযুতী, তাবাকাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ৫৬

১০. হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযি.),
১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাযি.),
১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
১৪. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
১৫. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.) ও
১৬. হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.)।^১

সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ লাভ সম্পর্কে হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ নিজেই বর্ণনা করেন যে,

أَذْرَكْتُ مَا تَيْنَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

‘আমি রসূল (সা.)-এর ২০০ সাহাবায়ে কেরামকে পেয়েছি।’^২

ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম আল-আসকালানী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।^৩

বরং ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত আতা থেকে হাদীস বর্ণনা করার কথা লিখেছেন,

هُوَ أَكْبَرُ شَيْخٍ لَهُ.

‘তিনি ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।’^৪

^১ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ৭০-৭২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৭৮-৭৯; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুল তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮০; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৫০

^২ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৮১; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুল তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮১

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ের রিজাল*, খ. ২০, পৃ. ৭৫; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৭৯; (ঘ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুল তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮০

^৪ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১

২১ তবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

সাহাবায়ে কেরাম, তবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম আতা (রহ.)-এর জ্ঞানগত উঁচুমানের স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন,

১. যখন মক্কাবাসীদের কেউ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ওফাত: ৬৮ হি.)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন তখন তিনি বলতেন,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ! تَجْتَمِعُونَ عَلَيَّ وَعِنْدَكُمْ عَطَاءٌ.

‘হে মক্কাবাসী! তোমাদের নিকট আতা থাকা সত্ত্বেও আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করার কেন আস?’^১

২. ইমাম আমর ইবনে সাঈদ (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

قَدِمَ ابْنُ عَمْرِو مَكَّةَ، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: تَجْتَمِعُونَ لِي الْمَسَائِلَ وَفِيكُمْ عَطَاءٌ؟

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মক্কা শরীফ তামরীফ নিয়ে যান তখন মানুষেরা তাঁর থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা শুরু করে দিলে তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য মাসায়েল একত্র করে রাখ অথচ তোমাদের মাঝে আতা বিদ্যমান।’^২

৩. ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল-বাকির (ওফাত: ১১৪ হি.) বলতেন,

خُذُوا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

‘তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আতা থেকে হাদীস আহরণ কর।’^৩

৪. ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) বলেন,

مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ مِنْ عَطَاءٍ.

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২০, পৃ. ৭৭; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৮১; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ১৮১

^২ (ক) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ৯৮; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ১৮১; (গ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ৪৬

^৩ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২০, পৃ. ৭৭; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৮১

‘এ ভূখণ্ডে হাজার মাসায়েলে আতার থেকে বেশি জ্ঞানী আর নেই।’^১

৫. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) নিজের প্রখ্যাত শায়খ ইমাম আতা সম্পর্কে বলেন,

مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

‘আমি যাঁদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছি তাঁদের থেকে আতার চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখিনি।’^২

৬. হযরত কাতাদা (ওফাত: ১১৭ হি.) থেকে বর্ণিত, আমাকে সুলাইমান ইবনে হিশাম জিজ্ঞেস করলেন, মক্কা শহরে কি কোনো আলিম বিদ্যমান আছেন? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ!

أَفْضَلُ رَجُلٍ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ عِلْمًا، فَقَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ.

‘এক ব্যক্তি আছেন যিনি আরব উপদ্বীপে জ্ঞান বিতরণে লিপ্ত। সে বলল, তিনি কে? আমি বললাম, আতা ইবনে আবু রিবাহ।’^৩

৭. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (ওফাত: ২৩৩ হি.) বলেন,

كَانَ عَطَاءٌ مُعَلِّمٌ كُتَّابٍ.

‘হযরত আতা কুরআন মজীদে মুয়াল্লিম ছিলেন।’^৪

৮. ইমাম ইবনে সা’দ (ওফাত: ২৩০ হি.) বলেন,

وَكَانَ ثِقَةً، فَيُتْبَهُ، عَالِمًا، كَثِيرَ الْحَدِيثِ.

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৮৩; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮১

^২ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৮৩; (খ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৪৬

^৩ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৮৩; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮১

^৪ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৮৩; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৮১

২৩ তবেইনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

‘তিনি বিশ্বস্ত ফকীহ ও অনেক হাদীসবিজ্ঞ ছিলেন।’^১

বিশুদ্ধ মতানুসারে হয়রত আতা ইবনে আবু রিবাহ মক্কী মক্কা শরীফে ১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।^২

৬. ইমাম হাকাম ইবনে উতাইবা (ওফাত: ১১৫ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম আবু মুহাম্মদ, আবু আমর বা আবু আবদুল্লাহ। ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ গোত্র কিন্দাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে কিন্দী বলা হয়। তিনি হাদীসের হাফিয, ফকীহ ও কুফাবাসীর শায়খ ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের মতে, তিনি নিম্নোক্ত প্রখ্যাত তবেইী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন:

১. ইমাম আবু জুহাইফা আস-সুয়ায়ী (রহ.),
২. ইমাম কাযী শুরাইহ (রহ.),
৩. ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.),
৪. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রহ.),
৫. ইমাম সাযীদ ইবনে জুবাইর (রহ.),
৬. ইমাম আবু ওয়ায়িল শকীক ইবনে সালামা (রহ.),
৭. ইমাম মাসআব ইবনে সা’দ (রহ.),
৮. ইমাম তাউস (রহ.),
৯. ইমাম ইকরামা (রহ.),
১০. ইমাম মুজাহিদ (রহ.),
১১. ইমাম আবু দুহা (রহ.),
১২. ইমাম আলী ইবনে হুসাইন যায়নুল আবিদীন (রহ.),
১৩. ইমাম আবু শা’সা আল-মুহারিবী (রহ.),
১৪. ইমাম আমির আশ-শা’বী (রহ.),
১৫. ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.),
১৬. ইমাম সালেম ইবনে আবুল জা’দ (রহ.),
১৭. ইমাম কায়স ইবনে হাযিম (রহ.),
১৮. ইমাম ইবরাহীম আত-তাইমী (রহ.) এবং অন্যান্য ইমাম থেকে।^৩

^১ আল-মিযবী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২০, পৃ. ৭৬

^২ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ৯৮

^৩ আয-যাহাবী, সিরাক আল্লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২০৮

ইমাম হাকাম (রহ.) হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রহ.)-এর যিয়ারত করেছেন, তিনি নিজেই বলেছেন,

خَرَجْتُ عَلَى جَنَازَةٍ وَأَنَا غُلَامٌ، فَصَلَّى عَلَيْهَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ.

‘আমি বাল্যকালে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছি। তখন তার জানাযা নামায হযরত যায়দ ইবনে আরকাম পড়িয়েছিলেন।’^১

ইমাম মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের মাশায়েখ তালিকায় ইমাম হাকাম (রহ.)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা

তাবেয়ী ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ইমাম হাকাম (রহ.)-এর উঁচুমানের মর্যাদা নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছেন,

১. ইমাম আওয়ায়ী (ওফাত: ১৫৭ হি.) থেকে বর্ণিত, আমি হজে গেছি তখন মীনায আবদা ইবনে আবু লুবাবাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তিনি আমার থেকে জিজ্ঞেস করেন,

هَلْ لَقِيتَ الْحَكَمَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَالْقَهْ، فَمَا يَنْ لَابْتِيهَا أَحَدٌ أَفْقَهُ مِنَ الْحَكَمِ.

‘তুমি কি হাকামের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর। কেননা (মক্কার এ) দু’কিনারায় তাঁর চেয়ে উত্তম ফকীহ আর নেই।’^৩

২. ইমাম আওয়ায়ী (রহ.) ইমাম হাকাম (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পর অন্য বর্ণনায় বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তেমনি মক্কায মিনা নামক

^১ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২১১

^২ (ক) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ’যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবরীখুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৪০

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৩, পৃ. ১২৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৭, পৃ. ১১৭

২৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

স্থানে আমার সাথে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর (ওফাত: ১৩২ হি.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে, তখন তিনি আমার থেকে জিজ্ঞেস করলেন,

أَلْقَيْتَ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْبَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ يَنْ لَابْنَيْهَا أَفْقُهُ مِنْهُ؟ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَعَطَاءٌ وَأَصْحَابُهُ يَوْمِئِذٍ أَحْيَاءُ، وَذَلِكَ بِمَنَى.

‘আপনি কি হাকাম ইবনে উতাইবার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তিনি কি মক্কার এ দু’কিনারার সবচেয়ে বড় ফকীহ নন? ইমাম আওয়ামী (রহ.) বলেন, সে সময় প্রখ্যাত ফকীহ আতা ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ বিদ্যমান ছিল এবং তা মিনার ঘটনা।’^১

৩. ইমাম মুগীরা (ওফাত: ১৩৬ হি.) এভাবে বর্ণনা করেন,

كَانَ الْحَكَمُ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فُرِّغَتْ لَهُ سَارِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِصُلَى إِلَيْهَا.

‘যখন ইমাম হাকাম মদীনা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন মানুষেরা তাঁর নামায পড়ার জন্য ছুর (সা.)-এর পবিত্র স্তম্ভ খালি করে দিতেন।’^২

৪. ইমাম লায়স ইবনে আবু সুলাইম (ওফাত: ১৪৮ হি.) বলেন,

كَانَ الْحَكَمُ أَفْقَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ.

‘ইমাম হাকাম (রহ.) ইমাম শা’বী (রহ.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন।’^৩

৫. ইমাম মুজাহিদ ইবনে রুমী (রহ.) বলেন,

مَا كُنْتُ أَعْرِفُ فَضْلَ الْحَكَمِ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَ عُلَمَاءُ النَّاسِ فِي مَسْجِدٍ مِنِّي، نَظَرْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ عِيَالٌ عَلَيْهِ.

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, খ. ৩, পৃ. ১২৪; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৭, পৃ. ১১৭

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৭, পৃ. ১১৮; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২১১

^৩ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ১১৭

‘আমার নিকট ইমাম হাকাম (রহ.)-এর মর্যাদার অনুভূতি সেই সময় হল যখন বিশ্ব বিখ্যাত আলিমগণ মিনায় তাঁর নিকট জড়ো হত। তখন আমি অনুভব করতাম তারা হলেন তাঁর পরিবার।’^১

৬. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (ওফাত: ১৩৮ হি.) বলেন,

مَا كَانَ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلَ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ.

‘কুফার জ্ঞানীদের মধ্যে ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) ও ইমাম শা’বী (রহ.)-এর পরে হাকাম ও হাম্মাদের মতো কোনো আলিম নেই।’^২

৭. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (ওফাত: ২৪১ হি.)-এর সন্তান আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতার নিকট প্রশ্ন করেছি,

مَا أَتَيْتُ النَّاسَ فِي إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ عُثَيْبَةَ ثُمَّ مَنْصُورٌ.

‘ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.)-এর হাদীসে সকল মানুষ থেকে সবচেয়ে বেশি কে বিশ্বস্ত? তিনি বলেন, হাকাম ইবনে উতাইবা (রহ.)। অতঃপর মনসুর।’^৩

৮. ইমাম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজলী (ওফাত: ২৬১ হি.) বলেন,

ثَبَاتًا ثَقَّةً فِي الْحَدِيثِ، وَكَانَ مِنْ فَهَاءِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ.

‘তিনি হাদীসে বিশ্বস্ত ও দৃঢ়, তিনি ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.)-এর ফুকাহা শিষ্যদের মধ্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সুন্নাহের পাবন্দ ও সাহাবীদের অনুসারী ছিলেন।’^৪

ইমাম শু’বা (রহ.), ইমাম আবু নুআইম আল-ইসফাহানী (রহ.) ও অনেক মুহাদ্দিসগণের মতে, ইমাম হাকাম ইবনে উতাইবা (রহ.)

^১ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২০৯

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৩, পৃ. ১২৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৭, পৃ. ১১৮

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৩, পৃ. ১২৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৭, পৃ. ১১৮-১১৯

^৪ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৭, পৃ. ১১৮; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২০৯

২৭ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১১৫ হিজরীতে ইস্তেকাল করেছেন।^১

৭. ইমাম কাসেম আবদুর রহমান

(ওফাত: ১১৬ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু আবদুর রহমান। বংশ পরম্পরা হল: কাসেম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল-হুযালী (রহ.)। তিনি ইমাম, মুজতাহিদ ও কুফার অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতের সূচনালগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ও হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি নিম্নোক্ত তাবয়ীগণ থেকেও বর্ণনা করেছেন,

১. নিজ পিতা ইমাম আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.),
২. ইমাম মাসরুক ইবনে আজদা' (রহ.),
৩. ইমাম হুসাইন ইবনে ইয়াযীদ তাগলিবী (রহ.)
৪. ইমাম হুসাইন ইবনে কুবাইসা আল-ফযারী (রহ.) ও অন্যান্য তাবয়ীগণ থেকে।^২

ইমাম মুওয়াফফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) প্রমুখ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখে তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৩

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

তাবয়ী ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ইমাম কাসিম (রহ.)-এর উচ্চমানের মর্যাদা এভাবে প্রকাশ করেছেন,

^১ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৩৩৩; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২১২

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৩, পৃ. ৩৭৯-৩৮০; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৯৩; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুল তাহযীব*, খ. ৮, পৃ. ২৮৮

^৩ (ক) আল-মুওয়াফফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৯; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৫৪

১. ইমাম মুহারেব ইবনে দিসার (ওফাত: ১১৬ হি.) বলেন,

صَحَبْنَاهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَفَضَّلْنَا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَطُولِ الصَّمْتِ
وَالسَّخَاءِ.

‘আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলাম, তখন তিনি অধিক নামায, দীর্ঘ নিশুপ ও দানের মাধ্যমে আমাদের ওপর মর্যাদা লাভ করেছেন।’^১

২. ইমাম সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-আ’মশ (ওফাত: ১৪৭ হি.) বলেন,

كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَيْهِ وَهُوَ قَاضٍ.

‘আমি তাঁর কাছে বসতাম যখন তিনি কুফার কাযী ছিলেন।’^২

৩. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (ওফাত: ১৯৮ হি.) বলেন, আমি ইমাম মিস’আর ইবনে কিদাম (ওফাত: ১৫৩ হি.) থেকে জিজ্ঞেস করেছি,

مَنْ أَشَدُّ مَنْ رَأَيْتَ تَوْقِيًّا لِلْحَدِيثِ؟ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

‘আপনি সতর্কতাস্বরূপ কাকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে দেখেছেন? তিনি বললেন, কাসেম ইবনে আবদুর রহমানকে।’^৩

৪. ইমাম আল-ইজলী (ওফাত: ২৬১ হি.) বলেন,

وَكَانَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ وَكَانَ ثِقَةً رَجُلًا
صَالِحًا.

‘তিনি কুফার বিচারক ছিলেন। তিনি তার বিনিময়ে কোনো ভাতা নিতেন না এবং বিশ্বস্ত ও নেককার ছিলেন।’^৪

৫. ইমাম ইবনে সা’দ (রহ.) ও ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.) ও তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।^৫

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৯৬; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৮, পৃ. ২৮৮

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৯৬

^৩ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ১৯৬

^৪ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৮, পৃ. ২৮৮

২৯ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম ইবনে কানি' (রহ.)-এর মতে ইমাম কাসিম ইবনে আবদুর রহমান ১১৬ হিজরীতে ইস্তিকাল করেছেন।^২

৮. ইমাম নাফি' মওলা ইবনে ওমর

(ওফাত: ১১৭ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

আসল নাম: আবু আবদুল্লাহ নাফি' ইবনে হারমুয আল-মাদানী আল-আদাভী এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর স্বাধীনকৃত গোলাম ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের মতে তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন,

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
৩. হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.),
৪. হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রাযি.),
৫. হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাযি.),
৬. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.),
৭. হযরত উম্মে সালামা (রাযি.),
৮. হযরত রুবাই বিনতে মু'আবিয়া (রাযি.)।^৩

ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম নববী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^৪

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ২, পৃ. ৩৮০

^২ আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ১৯৬

^৩ (ক) ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৪৪; (খ) আন-নাওয়াওয়ী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ. ২, পৃ. ৪২৪; (গ) ইবনে হাজার আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৩৬৮

^৪ (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (গ) আন-নাওয়াওয়ী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ. ২, পৃ. ৫০১; (ঘ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (ঙ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (চ) আস-সুয়ুতী, তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা, পৃ. ৬১

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হযরত নাফি' (রহ.)-এর উচ্চস্থানের প্রকাশ এভাবে বলেন,

১. ইমাম উবাইদুল্লাহ ইবনে হাফছ (ওফাত: ১৪৭ হি.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ نَافِعًا إِلَى مِصْرَ يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ.

‘আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) নিজ খিলাফতের সময় নাফি' (রহ.)-কে লোকদেরকে সুন্নাতসমূহ শেখানোর জন্য মিসরে পাঠান।’^১

২. ইমাম উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত,

مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا بِنَافِعٍ.

‘মহান আল্লাহ আমাদের ওপর নাফি' (রহ.)-এর মাধ্যমে দয়া করেছেন।’^২

৩. ইমাম মালিক (ওফাত: ১৭৯ হি.) তাঁর থেকে হাদীস পড়ার রীতি-নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

كُنْتُ أَتَى نَافِعًا وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السَّنِّ مَعِيَ غُلَامٌ، فَيَزِلُّ وَيُحْدِثُنِي،
وَكَانَ يَجْلِسُ بَعْدَ الصُّبْحِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَكَادُ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَإِذَا طَلَعَتِ
الشَّمْسُ قَامَ.

‘আমি বাল্যকালে একটি গোলামের সাথে হযরত নাফি' (রহ.)-এর নিকট হাদীস পড়ার জন্য উপস্থিত হতাম। তখন তিনি বালাখানা থেকে নীচে তাশরীফ এনে আমাকে হাদীস পড়াতেন। তিনি ফজরের নামাযের পরে মসজিদে বসে যেতেন, কেউ তাঁর সাথে কথা বলার সাহস পেত না। যখন সূর্য উদয় হয়ে যেত তখন তিনি হাদীসের আসন থেকে উঠে যেতেন।’^৩

^১ (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৪৪; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১০০; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৩৬৯

^২ (ক) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ২, পৃ. ৪২৫; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১০, পৃ. ৩৬৯

^৩ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১০০

৩১ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৪. ইমাম মালিক (রহ.) বলতেন,

إِذَا سَمِعْتُ مِنْ نَافِعٍ حَدِيثًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا أَبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِهِ.

‘যখন আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) কোনো হাদীস নারি’ (রহ.)-এর সনদে শুনি তখন সে হাদীস অন্য কারো থেকে শোনার পরওয়া করি না। অর্থাৎ সে সনদ এত শক্তিশালী যে, অন্য কারো দিকে তাঁর নজর যায় না।’^১

৫. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (ওফাত: ১৯৮ হি.) বলেন,

أَيُّ حَدِيثٍ أَوْثَقُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ.

‘কোন হাদীস নারি’ (রহ.)-এর হাদীসের চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত? অর্থাৎ কোনটি নয়।’^২

৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ওফাত: ২৪১ হি.) বলেন,

إِذَا اخْتَلَفَ نَافِعٌ وَسَالِمٌ مَا أَقَدَّمُ عَلَيْهَا.

‘যখন নারি’ (রহ.) ও সালেম (রহ.) অন্য আলিমগণের সাথে মতানৈক্য করেন তখন আমি তাঁদের ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিই না।’^৩

৭. ইমাম ইবনে সা’দ (ওফাত: ২৩০ হি.) বলেন,

وَكَانَ ثِقَةً كَثِيرَ الْحَدِيثِ.

‘তিনি বিশ্বস্ত ও অধিক হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন।’^৪

ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে সা’দ (রহ.), ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) ও একদল মুহাদ্দিসের নিকট হযরত নারি’

^১ (ক) আন-নাওয়াওয়া, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ. ২, পৃ. ৪২৫; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৩০৩

^২ ইবনে সা’দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৪৪

^৩ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ১০০

^৪ ইবনে সা’দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৪৫

(রহ.)-এর ইন্তেকাল হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের যুগে ১১৭ হিজরীতে হয়েছে।^১

৯. ইমাম কাতাদা ইবনে দি'আমা (ওফাত: ১১৭ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবুল খাত্তাব। উপাধি: কুদওয়াতুল মুফাসসীরীন ওয়াল মুহাদ্দিসীন। তিনি ৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। বংশের দিক দিয়ে তাঁকে সদুসী ও বসরী বলা হয়। তিনি জন্মগতভাবে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিজ যুগের হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফিয ছিলেন। ইমাম কাতাদা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.), হযরত সাফীনা (রাযি.), হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাযি.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও হযরত আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করা ছাড়াও নিম্নোক্ত তাবেয়ীগণ থেকেও বর্ণনা করেছেন,

১. ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.),
২. ইমাম আবু আলিয়া রুফাই' আর-রিয়াহী (রহ.),
৩. ইমাম নযর ইবনে আনাস (রহ.),
৪. ইমাম ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.),
৫. ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.),
৬. ইমাম বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রহ.),
৭. ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.),
৮. ইমাম মুআযা আল-আদবিয়া (রহ.),
৯. ইমাম আবু শা'সা জাবির ইবনে যায়দ (রহ.),
১০. ইমাম হাসসান ইবনে বিলাল (রহ.),
১১. ইমাম হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রহ.),
১২. ইমাম সালেম ইবনে আবু জা'দ (রহ.),
১৩. ইমাম শহর ইবনে হাওশাব (রহ.),
১৪. ইমাম মুতাররিফ ইবনে শাখখীর (রহ.),
১৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.),
১৬. ইমাম আবু মিজলায (রহ.),

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১০০

৩৩ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১৭. ইমাম আবু জওয়া আর-রিবয়ী (রহ.) ও

১৮. ইমাম আমির আশ-শা'বী (রহ.)।^১

ইমাম মুওয়াফফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম কাতাদা (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

প্রখ্যাত তাবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম কাতাদা (রহ.)-এর উচ্চস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন,

১. তাঁর শায়খ হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব আল-মাদানী (ওফাত: ৯৩ হি.) বলেন,

مَا أَنَا بِعَرَاقِيٍّ أَحْفَظُ مِنْ قَتَادَةَ.

‘আমার নিকট কাতাদা (রহ.)-এর চেয়ে হাদীসের অধিক হাফিয ইরাকবাসী থেকে আসেননি।’^৩

২. ইমাম মা'মর ইবনে রাশিদ (ওফাত: ১৫৪ হি.) তাঁর স্মরণ-শক্তির বর্ণনা করেন এভাবে,

أَقَامَ قَتَادَةُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ:
ارْجُلُ يَا أَعْمَى، فَقَدْ أَتَرَفْتَنِي.

‘কাতাদা (রহ.) আট দিন নিজ শায়খ সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.)-এর নিকট অবস্থান করেছেন। তখন তিনি তৃতীয় দিন তাঁকে বললেন, হে অন্ধ ব্যক্তি! আপনি এখান থেকে চলে যান। কেননা আপানি আমার সকল জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছেন।’^৪

^১ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৭১

^২ (ক) আল-মুওয়াফফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৯; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৫৪

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৭, পৃ. ১৩৩; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৩, পৃ. ৫০৭

^৪ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৩, পৃ. ৫০৬; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৭১

৩. ইমাম আমর ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) সে ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত কাতাদা (রহ.) সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অনেক প্রশ্ন করা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তখন হযরত সায়ীদ তাঁকে বললেন,

أَكُلُ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ تَحْفَظُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. سَأَلْتُكَ عَنْهُ كَذَا، فَقُلْتُ فِيهِ كَذَا وَسَأَلْتُكَ عَنْ كَذَا، فَقُلْتُ فِيهِ كَذَا، وَقَالَ فِيهِ الْحَسَنُ كَذَا حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ حَدِيثًا كَثِيرًا. قَالَ: يَقُولُ سَعِيدٌ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِثْلَكَ.

‘যা কিছু আপনি আমার থেকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার কি সব স্মরণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার নিকট অমুক মাসআলা জিজ্ঞেস করেছি, তখন আপনি আমাকে এরকম বলেছেন। আমি আপনাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করেছি আপনি আমাকে এরকম বলেছেন। হাসান আল-বাসরী (রহ.) সে মাসআলায় এরকম বলেছেন, এমনকি তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার ওপর সায়ীদ বললেন, আমার খেয়ালও ছিল না মহান আল্লাহ আপনার মতো ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন।’^১

৪. হযরত কাতাদা (রহ.)-এর অন্য আরেক শায়খ বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী (ওফাত: ১০৬ হি.) তাঁর ব্যাপারে বলেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَحْفَظَ مِنْ رَأَيْنَا، مَا رَأَيْنَا الَّذِي هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ، وَلَا أُخْرَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْحَدِيثِ كَمَا سَمِعَهُ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى قِتَادَةَ.

‘হাদীস বর্ণনাকারী হাদীসের হাফিয আমরা অনেক দেখিছি তাঁর চেয়ে উপযুক্ত আর কাউকে দেখিনি, যারা এরকম ব্যক্তি দেখতে চাও কাতাদাকে দেখ।’^২

৫. হযরত কাতাদা (রহ.) নিজেই হাদীসের হেফজের ব্যাপারে বলেন,

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৩, পৃ. ৫০৬

^২ ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, খ. ৭, পৃ. ১৩৩; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৩, পৃ. ৫০৭

৩৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

وَمَا قُلْتُ لِمُحَدِّثٍ قَطُّ: أَعِدْ عَلَيَّ، وَمَا سَمِعْتُ أَذْنَائِي شَيْئًا قَطُّ إِلَّا
وَعَاهُ قَلْبِي.

‘আমি কখনো কোনো মুহাদ্দিসকে একথা বলিনি যে, আমাকে
এ হাদীস দ্বিতীয়বার শোনান। কেননা আমার কান যা কিছু শুনে
আমার অন্তর তা তাড়াতাড়ি শুনে নেয়।’^১

৬. ইমাম মা’মর (ওফাত: ১৫৪ হি.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত কাতাদা
(রহ.)-কে বলতে শুনেছি,

مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ فِيهَا بِشْيَءٍ.

‘কুরআন মজীদেদে কোনো না কোনো আয়াতের ব্যাপারে আমি
কিছু শুনেছি।’^২

৭. ইমাম ইবনে সীরীন (ওফাত: ১১০ হি.) বলেন,

فَتَادَةُ أَحْفَظُ النَّاسِ.

‘কাতাদা সকলের চেয়ে মেধাবী।’^৩

৮. ইমাম মা’মর থেকে বর্ণিত, আমি ইমাম যুহরী (ওফাত: ১২৪ হি.) থেকে
জিজ্ঞাসা করেছি,

يَا أَبَا بَكْرٍ! أَفْتَادَةُ أَعْلَمُ، أَوْ مَكْحُولٌ؟ قَالَ: لَا بَلْ فِتَادَةُ، وَمَا عِنْدَ
مَكْحُولٍ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ.

‘হে আবু বকর! কাতাদা কি বড় জ্ঞানী, না মাকহুল? তিনি
বলেন, না বরং কাতাদা বড় জ্ঞানী এবং মাকহুলের নিকট তাঁর
তুলনায় জ্ঞান অনেক কম।’^৪

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফুফায*, খ. ১, পৃ. ১২৩

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৭, পৃ. ১৩৪; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু
আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৭১

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৭, পৃ. ১৩৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল
কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৩, পৃ. ৫০৭

^৪ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৭, পৃ. ১৩৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল
কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৩, পৃ. ৫১১

৯. ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (ওফাত: ১৬০ হি.) বলেন,

فَصَصْتُ عَلَى قَتَادَةَ سَبْعِينَ حَدِيثًا كُلُّهَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
إِلَّا أَرْبَعَةً.

‘আমি কাতাদাকে ৭০টি হাদীস পড়ে শুনিয়েছি, তখন চারটি ব্যতীত সকলের ব্যাপারে তিনি বলেন, তা আমি আনাস ইবনে মালিক (রহ.) থেকে শুনেছি।’^১

১০. ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (ওফাত: ১৬১ হি.) ইমাম শু'বা (রহ.) থেকে হযরত কাতাদা (রহ.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وَكَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ قَتَادَةَ؟

‘কাতাদার মতো কেউ দুনিয়াতে আছে?’^২

১১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ওফাত: ২৪১ হি.) তাঁর স্মরণশক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে এভাবে বলেন,

كَانَ قَتَادَةُ أَحْفَظَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، لَا يَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا حَفِظَهُ، قُرِئَ عَلَيْهِ
صَحِيفَةُ جَابِرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَحَفِظَهَا.

‘বসরায় কাতাদা সকলের চেয়ে বেশি হাদীসের জ্ঞানী ছিলেন। তিনি যা শুনতেন তা মুখস্ত করে নিতেন। হযরত জাবির (রাযি.)-এর সহীফা শুধুমাত্র তাঁর নিকট একবার পড়ে শোনানো হয়েছিল, তখন তিনি পুরো মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।’^৩

হযরত কাতাদা (রহ.) ‘ওয়াসিত’ নামক শহরে মহামারি রোগে ইন্তেকাল করেন। ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রহ.), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.), ইমাম আমর ইবনে আলী (রহ.) এবং আরও অনেক মুহাদ্দিগণের মতে হযরত কাতাদা (রহ.) ১১৭ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন।^৪

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১২৩

^২ ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৭, পৃ. ১৩৪

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৭, পৃ. ১৩৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৩, পৃ. ৫১৫

^৪ আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৩, পৃ. ৫১৬-৫১৭

৩৭ তবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১০. ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (ওফাত: ১২০ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু ইসমাদিল, তিনি তাঁর যুগের ইরাকের প্রখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি বংশগত আশআরী ও কুফী ছিলেন। ইমাম হাম্মাদ (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তবেয়ীগণের থেকে ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) থেকে ফিকহ শিখেছেন এবং নিম্নোক্ত তবেয়ীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন,

১. ইমাম আবু ওয়ায়িল (রহ.),
 ২. ইমাম যায়দ ইবনে ওয়াহাব (রহ.),
 ৩. ইমাম সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.),
 ৪. ইমাম সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রহ.),
 ৫. ইমাম আমির শা'বী (রহ.),
 ৬. ইমাম ইকরামা মওলা ইবনে আব্বাস (রহ.),
 ৭. ইমাম হাসান আল-বসরী (রহ.),
 ৮. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রহ.),
 ৯. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে সা'দ (রহ.)।^১
১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর (ওফাত: ২৩৪ হি.) ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর পিতার ব্যাপারে বলেন,

كَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ، وَالِدُ حَمَّادٍ مَوْلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

‘ইমাম হাম্মাদের পিতা আবু সুলাইমান ছিলেন হযরত আবু মুসা আল-আশআরীর স্বাধীন গোলাম।’^২

২. ইমাম হাম্মাদ (রহ.) ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.) থেকে ফিকহ শিখেছেন। একথা ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

وَتَفَقَّهُ: بِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَهُوَ أَنْبَلُ أَصْحَابِهِ وَأَفْقَهُهُمْ، وَأَقْيَسُهُمْ،
وَأَبْصَرُهُمْ بِالْمُنَظَرَةِ، وَالرَّأْيِ.

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩১; (খ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৭, পৃ. ২০৭; (গ) ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৩, পৃ. ১৪

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩১

‘ইমাম হাম্মাদ ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী থেকে ফিকহ শিখেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্য সবচেয়ে বেশি মেধাবী, সবচেয়ে বেশি অনুমানকারী এবং তর্কশাস্ত্রে বেশি দক্ষ ছিলেন।’^১

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর কাছে ১৮ বছর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর থেকে হাদীসশাস্ত্র ফিকহ অর্জন করেছেন। তাই তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রখ্যাত মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.), খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) প্রমুখ ইমাম হাম্মাদকে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^২

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিজেই ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর নিকট অতিবাহিত উক্ত ১৮ বছরের ব্যাপারে বর্ণনা দেন এভাবে,

قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ، فَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَجَبْتُ فِيهِ، فَسَأَلُونِي عَنْ
أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا جَوَابٌ، فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أُفَارِقَ حَمَّادًا
حَتَّى يَمُوتَ، فَصَحِبْتُهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً.

‘আমি বাসরায় এসেছি তখন আমার অন্তরে এসেছে যে, আমার থেকে যে-কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে আমি উত্তর দিতে পারব। তখন বাসরাবাসী আমার থেকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে যার কোনো উত্তর আমার নিকট ছিল না। তখন আমি অন্তরে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি ইমাম হাম্মাদ (রহ.) থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত পৃথক হব না। অতঃপর আমি তাঁর শিষ্যত্বে ১৮ বছর ছিলাম।’^৩

^১ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩১

^২ (ক) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৪, পৃ. ১৬০; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৭, পৃ. ২৭১; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩১; (ঙ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৩, পৃ. ১৪; (চ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৮০

^৩ (ক) আল-ইজলী, *মারিফাতুস সিকাত*, খ. ১, পৃ. ৩২১; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৪; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪২৭

৩৯ তবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

কুফার আসনে সমাসীন

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইমাম হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান (রহ.)-এর সাহচর্যে অতিবাহিত ১৮ বছরের ফলাফল ছিল। ১২০ হিজরীতে যখন তাঁর ওফাত হল তখন তাঁর ফকীহ সন্তান ইসমাইল (রহ.) জীবিত ছিলেন, কিন্তু ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর ফুকাহার শিষ্য আবু বকর আন-নাহশলী (রহ.), আবু বুরদা আল-উতবী (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে জাফর হানাফী (রহ.) এবং অন্যান্য ফকীহদের পরামর্শক্রমে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর জ্ঞানের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।^১

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

প্রখ্যাত তবেয়ী ও মুহাদ্দিসগণ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর উঁচু মর্যাদার প্রকাশ এভাবে বর্ণনা করেন,

১. ইমাম আবদুল মালিক ইবনে আয়াস আশ-শায়বানী (রহ.) বলেন, আমি ইবরাহীম আন-নখয়ী (ওফাত: ৯৬ হি.) থেকে জিজ্ঞেস করেছি,

مَنْ نَسَأَلَ بَعْدَكَ؟ قَالَ: حَمَّادٌ.

‘আমরা আপনার পরে কার কাছে জিজ্ঞেস করব? তিনি জবাবে বলেন, হাম্মাদ থেকে।’^২

২. ইমাম হাকাম (ওফাত: ১১৫ হি.) বলেন,

وَمَنْ فِيهِمْ مِثْلَ حَمَّادٍ؟ يَغْنِي: أَهْلَ الْكُوفَةِ.

‘কুফাবাসীর মধ্যে হাম্মাদের মতো কে আছেন?’^৩

৩. ইমাম মুগীরা (ওফাত: ১৩৬ হি.) বলেন,

أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نَعُوذُهُ حِينَ اخْتَفَى، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَمَّادٍ؛ فَإِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ جَمِيعِ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ النَّاسُ.

^১ আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ৭

^২ (ক) ইবনুল জা'দ, *আল-মুনসদ*, পৃ. ৬৫, হাদীস: ৩৩৯; (খ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৩, পৃ. ১৪৬; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩২

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৩, পৃ. ১৪৬; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩৪

‘ইবরাহীম আন-নখয়ী যখন নির্জনে চলে যান আমরা তাঁকে দেখতে গেলে তখন তিনি বলেন, তোমরা হাম্মাদের আসরে অবশ্যই যাবে। কেননা সে আমার সে সকল বস্তু সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করে নিয়েছে যা মানুষেরা আমার থেকে জিজ্ঞেস করেনি।’^১

৪. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে শুবরামা (ওফাত: ১৪৪ হি.) বলেন,

مَا أَحَدٌ أَمَّنَ عَلَيَّ بِعِلْمٍ مِنْ حَمَّادٍ.

‘আমার ওপর কেউ হাম্মাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানগত ব্যাপারে দয়া করেনি।’^২

৫. ইমাম মা’মর (ওফাত: ১৫৪ হি.) বলেন,

لَمْ أَرِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَفْقَهَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ.

‘আমি যুহরী, হাম্মাদ ও কাতাদার চেয়ে বড় কোনো ফকীহ দেখিনি।’^৩

৬. ইমাম শু’বা ইবনুল জাজ (ওফাত: ১৬০ হি.) বলেন,

كَانَ حَمَّادٌ وَمُغِيرَةُ أَحْفَظَ مِنَ الْحَكَمِ.

‘হাম্মাদ ও মুগীরা হাকামের চেয়ে বেশি হাদীসের হাফিয ছিলেন।’^৪

৭. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস (ওফাত: ১৯২ হি.) বলেন,

مَا سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيَّ، ذَكَرَ حَمَّادًا إِلَّا أَثْنَى عَلَيْهِ.

‘আমি যখনই আবু ইসহাক আশ-শায়বানী (রহ.)-কে হাম্মাদের

^১ (ক) ইবনুল জা’দ, *আল-মুসনদ*, পৃ. ৬৫, হাদীস: ৩৪৯; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩২

^২ (ক) ইবনুল জা’দ, *আল-মুসনদ*, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৩৪৮; (খ) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৩, পৃ. ১৪৬; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩২

^৩ (ক) ইবনুল জা’দ, *আল-মুসনদ*, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৩৪৬; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩২

^৪ (ক) ইবনুল জা’দ, *আল-মুসনদ*, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৩৫১; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৩৩

৪১ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

আলোচনা করতে শুনেছি, তখনই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন।^১

৮. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাযীদ (রহ.) বলেন,

حَمَّادٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُغِيرَةَ.

‘আমার নিকট মুগীরার চেয়ে হাম্মাদ বেশি পছন্দ।’^২

৯. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.), ইমাম ইজলী (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাঁকে বর্ণনা করেন।^৩

১০. ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর আদাবুল মুফরাদ-এ, ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ কিতাবে, ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁদের সুনানে ইমাম হাম্মাদ (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^৪

১১. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (ওফাত: ৭৪৮ হি.) তাঁর অধিক হাদীস বর্ণনা না করার কারণ উল্লেখপূর্বক বলেন,

وَلَيْسَ هُوَ بِالْمُكْثِرِ مِنَ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرَوِيَ.

‘তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন না। কেননা তিনি বর্ণনা করার যুগ শুরু হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন।’^৫

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম হাম্মাদ (রহ.) হাদীস বেশি বর্ণনা না করার কারণ হিসেবে বলেন, তাঁর ইন্তিকাল বর্ণনা করার যুগ শুরু যাওয়ার পূর্বেই হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, ইমাম হাম্মাদ (রহ.)-এর যুগে হাদীস বর্ণনা করার প্রথা ছিল না এবং ইমামগণ হাদীস ব্যতীত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করতেন, বরং ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর কথার বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ হল, যে রকম পরবর্তী ইমামগণ এক একটি হাদীসের মতন কয়েক পদ্ধতিতে অর্জন করার পর অনেক হাদীস আহরণকারী

^১ (ক) ইবনুল জা’দ, আল-মুসনদ, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৩৪০; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২৩৩

^২ (ক) ইবনুল জা’দ, আল-মুসনদ, পৃ. ৬৫, হাদীস: ৩৫২; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২৩৩

^৩ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৩, পৃ. ১৫

^৪ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৩, পৃ. ১৪

^৫ আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২৩১

বলা হত, সে রকম পদ্ধতি যে যুগে ছিল না এবং পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মত অধিক সনদের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা তাঁদের যুগ রাসূলের অতি নিকটে ছিল। যার কারণে তাঁদের অধিক সনদে হাদীস অর্জনের প্রয়োজন ছিল না।

একই অবস্থা ছিল ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগেও। তিনি হাদীসে অধিক মতন সংগ্রহ করার কারণে অধিক হাদীসের আহরণকারী হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী হাদীসের ইমামগণের নিকট যখন অধিক সনদের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হল তখন তিনি কম হাদীস আহরণকারী হয়ে গেলেন। অধিক ও অধিক মতনের সে দুই যুগের জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক জ্ঞানী-আলিম বিভ্রান্তিতে পড়েছেন, যার কারণে তাঁরা ইমামেরও ওপর হাদীস কম জানার অপবাদ দিয়ে থাকেন।

ইমাম হাম্মাদের ইতিকাল ১২০ হিজরীতে হয়েছে, এতে ইমাম আবু বকর আবু শায়বা (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেন।^১

১১. ইমাম ইয়াযীদ আল-ফকীর (ওফাত: ১২২ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু ওসমান, উপাধি: ফকীর, পুরো নাম: ইয়াযীদ ইবনে সুহায়ব আল-ফকীর তিনি কুফার অন্যতম মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁকে ‘ফকীর’ উপাধি অভাবের কারণে দেওয়া হয়নি, বরং আরবী ভাষায় ‘ফকীর’ মেরুদন্ডের হাড়ি বলা হয়। তিনি মেরুদন্ডের হাড়িতে ব্যথা অনুভব করতেন, যার কারণে তাঁকে ‘ফকীর’ উপাধি দেওয়া হয়। তিনি প্রথমসারির হাদীসতত্ত্বজ্ঞানীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন,

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
২. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ও
৩. হযরত আবু সাযীদ আল-খুদরী (রাযি.)।^২

খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-

^১ ইবনে হাজার আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৩, পৃ. ১৫

^২ (ক) আয-যাহাবী, সিয়রু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২২৭-২২৮; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৩২, পৃ. ১৬৪

৪৩ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

যাহাবী (রহ.), ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম ইয়াযীদ (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।^১

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম ইয়াযীদ (রহ.) সম্পর্কে লিখেন,

وَهُوَ مِنْ كِبَارِ شَيْوُخِ أَبِي حَنِيفَةَ.

‘তিনি ইমাম আবু হানিফার বয়স্ক মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।’^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

মুহাদ্দিসগণ ইমাম ইয়াযীদে উঁচু স্থান এভাবে বর্ণনা করেছেন—

১. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.), ইমাম আবু যুরআ (রহ.) ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।^৩
২. ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন।^৪
৩. ইমাম ইবনে খররাশ (রহ.) বলেন,

جَلِيلٌ صَدُوقٌ عَزِيزٌ الْحَدِيثِ.

‘তিনি উঁচু মর্যাদাবান সত্যবাদী ও হাদীসে শক্তিশালী ছিলেন।’^৫

ইমাম আমর ইবনে আলী (রহ.), ইমাম আবু দ্বিসা আল-ওয়াকিদী (রহ.) ও ইবনে নুমাইর (রহ.)-এর মতে, ইমাম ইয়াযীদ আল-ফকীর (রহ.) ১২২ হিজরীতে ইস্তিকাল করেছেন।^৬

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (খ) আল-মুওয়াফফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২৫; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৩২, পৃ. ১৬৪; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৬৩

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২২৮

^৩ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৩২, পৃ. ১৬৫; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১১, পৃ. ২৯৫

^৪ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৩২, পৃ. ১৬৫; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১১, পৃ. ২৯৫

^৫ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৩২, পৃ. ১৬৫; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১১, পৃ. ২৯৫

^৬ আল-কালাবায়ী, *রিজালু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ২, পৃ. ৮০৯

১২. ইমাম সিমাক ইবনে হারব

(ওফাত: ১১২৩ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

পুরো নাম: আবু মুগীরা সিমাক ইবনে হারব ইবনে আওস যুহালী বকরী আল-কুফী। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন,

১. হযরত সালাবা ইবনে হাকাম আল-লায়সী (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাযি.),
৩. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাযি.),
৪. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.),
৫. হযরত যাহহাক ইবনে কায়স (রাযি.),
৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)।^১

তিনি নিজ সাহাবীদের যুগ পাওয়ার ব্যাপারে বলেন,

أَدْرَكْتُ ثَمَانِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ ذَهَبَ بَصَرِي، فَدَعَوْتُ
اللَّهَ تَعَالَى فَرَدَّ عَلَيَّ بَصَرِي.

‘আমি নবী (সা.)-এর ৮০ জন সাহাবায়ে কেরামকে পেয়েছি। আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে আমি আল্লাহর দরবারে দুআ করি, তখন তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন।’^২

ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.), খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম সিমাক (রহ.)-এর নাম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৩

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

মুহাদ্দিসগণ ইমাম সিমাকের উঁচু স্থানের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন,

^১ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৪৫

^২ (ক) আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১৭৩; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৪৬

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯; (খ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (গ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ২, পৃ. ৫০১; (ঘ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৮; (ঙ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২; (চ) আস-সুয়ুতী, *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৪৩

৪৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১. ইমাম আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহ.) বলেন, আমি মুহাদ্দিস আবু ইসহাক আস-সাবীযীর (ওফাত: ১২৮ হি.) ব্যাপারে লোকদেরকে বলতে শুনেছি,

خُذُوا الْعِلْمَ مِنْ سَيِّئِ بْنِ حَرْبٍ.

‘হে লোকেরা! তোমরা সিমাক ইবনে হারব থেকে হাদীস গ্রহণ কর।’^১

২. ইমাম ইবনে মাদীনী (ওফাত: ২৩৪ হি.) ইমাম সিমাক (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীসে সংখ্যা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

لَهُ نَحْوُ مِائَتَيْ حَدِيثٍ.

‘তঁার থেকে অন্তত ২০০ হাদীস বর্ণিত।’^২

৩. ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (ওফাত: ১৬১ হি.) বলেন,

مَا سَقَطَ لِسَيِّئِ بْنِ حَرْبٍ حَدِيثٌ.

‘সিমাক ইবনে হারব থেকে কোনো হাদীস পড়ে যায়নি।’^৩

৪. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (ওফাত: ২৩৩ হি.) বলেন,

سَيِّئُ بْنُ حَرْبٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ.

‘সিমাক আমার নিকট ইবরাহীম ইবনে মুহাজিরের চেয়ে বেশি প্রিয়।’^৪

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (ওফাত: ২৪১ হি.) বলেন,

هُوَ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ.

‘সিমাক ইবনে হারব হাদীসে আবদুল মালিক ইবনে উমাইর থেকে বেশি বিশুদ্ধ।’^৫

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, খ. ৪, পৃ. ২৭৯; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২৪৬

^২ আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২৪৬

^৩ আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ২৪৬

^৪ ইবনে আবু হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা’দীল, খ. ৪, পৃ. ২৭৯

মুহাদ্দিসগণের বর্ণনা মতে ইমাম সিমাক (রহ.) ১২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।^২

১৩. ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (ওফাত: ১২৪ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

পুরো নাম: আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব আল-কুরাইশী আয-যুহরী। জন্ম: ৫০ হিজরীতে। তিনি মদীনা শরীফে বসবাসকারী ও নিজ যুগের হাদীসে হাফিয ছিলেন এবং ইমাম মালক (রহ.)-এর প্রখ্যাত শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) হাদীস সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন তিনি তাঁদের প্রধান ছিলেন। এতে তাঁর মর্যাদা পরিস্ফুটিত হয়। ইমাম যুহরী (রহ.) নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৩. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৪. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.),
৫. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৬. হযরত সাযিব ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.),
৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাব (রাযি.),
৮. হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রাযি.),
৯. হযরত সুনাইন আবু জমীলা (রাযি.),
১০. হযরত আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.),
১১. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রাযি.),
১২. হযরত রবীআ ইবনে ইবাদ আদ-দায়লী (রাযি.)।^৩

^১ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৪, পৃ. ২৭৯; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৪৬

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, খ. ১২, পৃ. ১২০; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ২৪৮

^৩ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩২৬-৩২৭; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৩৯৫

৪৭ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁর হাদীস শোনার ব্যাপারে ইমাম আহমদ আল-ইজলী (রহ.) বলেন,

سَمِعَ ابْنُ شَهَابٍ مِنْ ابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ.

‘ইবনে শিহাব (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে ৩টি হাদীস শুনেছেন।’^১

২. ইমাম মা’মর ইবনে রাশিদ (রহ.) বলেন,

سَمِعَ الزُّهْرِيُّ مِنْ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثَيْنِ.

‘ইমাম যুহরী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে দুটি হাদীস শ্রবণ করেছেন।’^২

ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.)-কে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৩

মুহাদিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

১. ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে বলেন,

جَالَسْتُ سَعِيدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ثَمَانَ سِنِينَ نَمَسَ رَكْبَتِي رَكْبَتُهُ.

‘আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.)-এর নিকট ৮ বছর এভাবে কাটিয়েছি যে, তাঁর সামনে বসার সময় আমার হাঁটু তাঁর হাঁটুর সাথে মিলে যেত।’^৪

২. ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.) নিজের স্মরণশক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

مَا اسْتَعَدْتُ حَدِيثًا قَطُّ، وَلَا شَكَّكْتُ فِي حَدِيثٍ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا،

^১ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩২৬

^২ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩২৬

^৩ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবরীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৫৭

^৪ আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৬, পৃ. ৪৩৩

فَسَأَلْتُ صَاحِبِي فَإِذَا هُوَ كَمَا حَفِظْتُ.

‘আমি কখনো হাদীস শোনার সময় উস্তাদকে দ্বিতীয়বার বলতে বলেনি। আমার নিকট একটি হাদীস ব্যতীত কখনো কোনো হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ হয়নি, তাও আমি আমার এক সাথী থেকে জিজ্ঞেস করেছি তখন সে এভাবে বলেছে যেভাবে আমার মুখস্থ ছিল।’^১

তাবেয়ী মুহাদিসগণ ইমাম যুহরী (রহ.)-এর মর্যাদা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

৩. আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে আবদুল আযীয (ওফাত: ১০১ হি.) বলেন,

لَمْ يَنْقُ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِسُنَّةٍ مَا ضَيَّعَ مِنْهُ.

‘যুহরীর চেয়ে সুনাতের বড় বিজ্ঞ আর কেউ ছিলেন না।’^২

৪. ইমাম মালহুল আশ-শামী (ওফাত: ১১৩ হি.) থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে,

مَنْ أَعْلَمُ مَنْ لَقِيتَ؟ قَالَ: ابْنُ شَهَابٍ، قِيلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ شَهَابٍ.

‘আপনি যে সকল জ্ঞানীদের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে ছিলেন? তিনি বললেন, ইবনে শিহাব। তিনি বললেন, অতঃপর কে? তখনও বললেন, ইবনে শিহাব।’^৩

৫. ইমাম আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী (ওফাত: ১৩১ হি.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ لَهُ صَحْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ: وَلَا الْحَسَنُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

‘আমি যুহরীর চেয়ে বড় জ্ঞানী দেখিনি। সাখর ইবনে

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ৪৩৫; (খ) আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হফফায, খ. ১, পৃ. ১১১

^২ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হফফায, খ. ১, পৃ. ১০৯

^৩ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হফফায, খ. ১, পৃ. ১১০

জুওয়াইরিয়া তাঁর থেকে জিজ্ঞেস করেছেন, হাসান আল-বাসরীও নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি যুহরীর চেয়ে বড় জ্ঞানী দেখিনি।^১

৬. ইমাম যুহরী (রহ.)-এর শিষ্য ইমাম মা'মর ইবনে রাশিদ (ওফাত: ১৫৪ হি.) তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে বলেন,

كُنَّا نَرَى أَنَّا قَدْ أَكْثَرْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَتَّى قُتِلَ الْوَلِيدُ، فَإِذَا الدَّفَاتِرُ قَدْ حُمِلَتْ عَلَى الدَّوَابِّ مِنْ خَزَائِنِهِ، يَقُولُ: مِنْ عِلْمِ الزُّهْرِيِّ.

‘আমাদের ধারণা ছিল, আমরা ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। এমনকি বনী উমাইয়ার খলীফা অলীদ ইবনে ইয়াযীদ হত্যা হওয়ার পর তাঁর ঘর থেকে ইমাম যুহরী (রহ.) কর্তৃক লিখিত কিতাবাদি যখন জানোয়ারের পিঠের সাহায্যে বের করা হচ্ছিল তখন আমরা অনুভব করলাম আমরা তাঁর থেকে সামান্য জ্ঞান অর্জন করেছি।’^২

৭. ইমাম লায়স ইবনে সা'দ (ওফাত: ১৭৫ হি.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ عَالِمًا قَطُّ أَجْمَعَ مِنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَلَا أَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ، وَلَوْ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ فِي التَّرْغِيبِ لَقُلْتُ: لَا يُحْسِنُ إِلَّا هَذَا، وَإِنْ حَدَّثَ عَنِ الْعَرَبِ وَالْأَنْسَابِ قُلْتُ: لَا يُحْسِنُ إِلَّا هَذَا، وَإِنْ حَدَّثَ عَنِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ كَانَ حَدِيثُهُ نَوْعًا جَامِعًا.

‘আমি কখনো ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী কোন আলিম দেখিনি। আমি যদি তাঁকে উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের আলোচনা করতে শুনতাম তখন বলতাম, এ ব্যক্তি এ বিষয়ের হক আদায় করতে সক্ষম। যদি আরব বংশ সম্পর্ক আলোচনা করতে শুনতাম তখনও আমি বলতাম, এ ব্যক্তিই এ বিষয়ের হক আদায় করতে সক্ষম। যদি

^১ সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ, খ. ২, পৃ. ৬৩৯

^২ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ১১২

সে কিতাব ও সুন্নাত বয়ান করতেন তখনও তাঁর বর্ণনা পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত হতে।^১

৮. ইমাম মালিক (ওফাত: ১৭৯ হি.) বলেন,

قَدِمَ ابْنُ شَهَابٍ الْمَدِينَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِ رِبِيعَةَ، وَدَخَلَ إِلَى بَيْتِ الدِّيَّانِ،
فَمَا خَرَجَا وَفَتَ الْعَصْرَ خَرَجَ ابْنُ شَهَابٍ وَهُوَ يَقُولُ: مَا ظَنَنْتُ أَنْ
بِالْمَدِينَةِ مِثْلَ رِبِيعَةَ وَخَرَجَ رِبِيعَةُ يَقُولُ: مَا ظَنَنْتُ أَنْ أَحَدًا بَلَغَ مِنْ
الْعِلْمِ مَا بَلَغَ ابْنُ شَهَابٍ.

‘ইবনে শিহাব মদীনা শরীফে তাশরীফ আনেন, তখন মদীনার মর্যাদাবান আলিম রবীআর হাত ধরলেন এবং উভয় বন্ধু এক দফতরে গেলেন, তাঁরা জ্ঞানের আলোচনায় এত বিভোর হয়ে গেলেন, আসরের সময় হাতছাড়া হয়ে গেল। ইমাম ইবনে শিহাব একথা বলে বের হলেন, আমার ধারণাতে নেই মদীনা শরীফে রবীআর মতো কোনো আলিম আছে। তখন রবীআ একথা বলে বের হলেন, আমার ধারণা ছিল না, কোন ব্যক্তি জ্ঞানের এত উঁচু সীমায় পৌঁছেছে, যে স্তরে ইবনে শিহাব পৌঁছেছেন।’^২

৯. ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (ওফাত: ২৩৪ হি.) বলেন,

دَارَ عِلْمِ الثَّقَاتِ عَلَى الزُّهْرِيِّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بِالْحِجَازِ وَقَتَادَةَ
وَيَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ بِالْبَصْرَةِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشَ فِي الْكُوفَةِ -
يَعْنِي أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَؤُلَاءِ السِّتَةِ.

‘বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে হিজাযে ইমাম যুহরী (রহ.) ও আমর ইবনে দীনার (রহ.)-এর নিকট, বসরায় কাতাদা (রহ.) ও ইয়াহইয়া ইবনে আবু কসীর (রহ.)-এর নিকট, কুফায় আবু

^১ (ক) আল-মিশ্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ৪৩৬; (খ) ইবনে হাজার আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৯, পৃ. ৩৯৭

^২ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ. ১, পৃ. ১১০

৫১ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইসহাক (রহ.) ও আ'মশ (রহ.)-এর নিকট একত্র হয়েছে।
অর্থাৎ অধিকাংশ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ এ ৬ জনের বাইরে ছিল
না।^১

১০. ইমাম আবু দাউদ (ওফাত: ২৭৫ হি.) ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত
হাদীসের সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنِي أَلْفَانِ وَمِائَتَا حَدِيثٍ، النَّصْفُ مِنْهَا مُسْنَدٌ.

‘তার থেকে দু’হাজার ২০০ হাদীস বর্ণিত, তার অর্ধেক
মুসনাদ।’^২

ইমাম ইবরাহীম ইবনে সা’দ (রহ.), ইমাম হায়শাম ইবনে আদী
(রহ.), ওয়াকিদী (রহ.), খলীফা ইবনে খাইয়াত (রহ.), আলী ইবনুল মাদীনী
(রহ.), আবু নুআইম (রহ.), ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (রহ.), আমর ইবনে
আলী (রহ.)-এর মতে, ইমাম যুহরী (রহ.) রমযান মাসে ১২৪ হিজরীতে
ইন্তেকাল করেছেন।^৩

১৪. ইমাম আমর ইবনে দীনার

(ওফাত: ১২৬ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু মুহাম্মদ, উপাধি: আসলাম। তিনি মক্কার বিখ্যাত
আলিম, হাদীসের হাফিয ও হারমের শায়খ ছিলেন। তিনি বনী জামাহ ও
মক্কার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার দরুণ তাঁকে জামহী মক্কী বলা হয়। তিনি
হযরত হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতের যুগে ৪৫ বা ৪৬ হিজরীতে
জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম আমর (রহ.) নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে
বর্ণনা করেছেন,

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সফওয়ান (রাযি.),

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ৪৪১

^২ আয-যাহাবী, সিয়রু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৩২৭

^৩ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৬, পৃ. ৪৪১

৬. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৭. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযি.),
৯. হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.),
১০. হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.),
১১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
১২. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.),
১৩. হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাযি.) ও
১৪. হযরত আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাযি.)।^১

ইমাম মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর গবেষণা মতে ইমাম আমর ইবনে দীনার (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^২

মুহাদ্দিগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

তাবেয়ী ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিগণ ইমাম আমর (রহ.)-এর জ্ঞানগত উঁচু মানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

১. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) থেকে বর্ণিত, ইমাম আমর ইবনে দীনার (রহ.) অসুস্থ হলে তখন ইমাম যুহরী (ওফাত: ১২৪ হি.) তাঁকে দেখতে যান এবং চলে যাওয়ার পরে বলেন,

مَا رَأَيْتُ شَيْخًا أَنْصَرَ لِلْحَدِيثِ الْجَيِّدِ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ.

‘আমি কোনো মুহাদ্দিসকে দেখিনি যে, এ শায়খের চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ হাদীস জানে।’^৩

২. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আবু নজীহ (ওফাত: ১৩১ হি.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَفْقَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، لَا عَطَاءٍ وَلَا مُجَاهِدًا.

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২২, পৃ. ৫-৭; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৩০০-৩০১

^২ (ক) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, মানাকিবুল ইমামিল আ’যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯

^৩ (ক) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৩০৪; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২২, পৃ. ১০

৫৩ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

‘আমি জ্ঞানে আমার ইবনে দীনারের চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে দেখিনি আতাও না, তাউসও না, মুজাহিদও না।’^১

৩. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আবু নজীহ বলেন,

لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِنَا أَعْلَمُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَلَا فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ.

‘আমাদের জমিনে এমনকি পুরো ভূখণ্ডে আমার ইবনে দীনার (রহ.)-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি নেই।’^২

৪. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মিসআর (ওফাত: ১৫৩ হি.) থেকে জিজ্ঞেস করেছি,

مَنْ رَأَيْتَ أَشَدَّ تَثَبُّتًا فِي الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَأَيْتَ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

‘আপনি যে সকল মুহাদিসের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কাকে আপনি হাদীসে দৃঢ় পেয়েছেন? তিনি বলেন, আমি কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) ও আমার ইবনে দীনার (রহ.)-এর মতো ব্যক্তি দেখিনি।’^৩

৫. ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী বলেন, আমি শু’বা ইবনুল জাজ (ওফাত: ১৬০ হি.)-কে বলতে শুনেছি,

مَا رَأَيْتُ أَثْبَتَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، فَظَنَّ أَنِّي أَتَوْهُمُ الْمَشِيعَةُ، فَقَالَ وَلَا الْحَكَمَ وَلَا قِتَادَةَ.

‘আমি হাদীসে আমার ইবনে দীনার (রহ.)-এর চেয়ে বিশ্বস্ত কাউকে দেখিনি। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভেবে বললেন, কোনো মাশায়েখের ওপর খারাপ ধারণা তো হল না। অতঃপর তিনি বলেন, আমি হাকাম (রহ.) ও কাতাদা (রহ.)

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩০২; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ৯

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩০২

^৩ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩০২; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ১০

কাউকে আমার (রহ.)-এর মতো পাইনি।^১

৬. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (ওফাত: ১৯৮ হি.) তার ব্যাপারে বলেন,
عَمْرُو ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ.

‘আমর বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত।’^২

৭. ইমাম ইবনে উয়াইনা বলেন,

مَا كَانَ عِنْدَنَا أَحَدٌ أَفْقَهُ مِنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، وَلَا أَعْلَمُ، وَلَا أَحْفَظُ مِنْهُ.

‘আমাদের নিকট আমার ইবনে দীনার (রহ.)-এর চেয়ে বেশি অনুধাবনকারী, জ্ঞানী ও স্মরণকারী আর নেই।’^৩

৮. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ওফাত: ২৪১ হি.) বলেন,

كَانَ شُعْبَةُ لَا يُقَدِّمُ عَلَى عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ أَحَدًا، لَا الْحَكَمَ، وَلَا غَيْرَهُ فِي الثَّبَتِ. قَالَ: وَكَانَ عَمْرُو مَوْثِقًا هَوْلًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ شَرَّفَهُ بِالْعِلْمِ.

‘ইমাম শু’বা (রহ.) হাদীসে দৃঢ়তার দিক দিয়ে হাকাম ইবনে উতাইবা (রহ.)সহ কোনো মুহাদ্দিসকে আমার ইবনে দীনার (রহ.)-এর ওপর প্রাধান্য দেননি।’^৪

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.), ইমাম আমর ইবনে আলী (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতে, ইমাম আমর ইবনে দীনার ১২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।^৫

১৫. ইমাম আবু ইসহাক আস-সাবীয়া (ওফাত: ১২৭ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

পুরো নাম: আবু ইসহাক আমর ইবনে আবদুল্লাহ আল-হামদানী আল-কুফী। তিনি হাদীসের হাফিয ও কুফার অন্যতম বিজ্ঞ আলিম ছিলেন।

^১ (ক) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, *আত-তা’দীলু ওয়াত তাখরীজ*, খ. ৩, পৃ. ৯৭১; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ৯

^২ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩০২; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ১০

^৩ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩০৩

^৪ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩০২-৩০৩; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ৯

^৫ আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২২, পৃ. ১২

৫৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি নিজ জন্মের ব্যাপারে বলেন,

وُلِدْتُ لِسِتَيْنِ بَقِيَّتَا مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ، وَرَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَحْطُبُ.

‘হযরত ওসমান (রাযি)-এর খিলাফতের শেষের দু’বছর পূর্বে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-কে খুতবা দিতে দেখেছি।’^১

ইমাম আবু ইসহাক (রহ.) সিল্লোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন,

১. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.),
২. হযরত মুগীরা ইবনে শু’বা (রাযি.),
৩. হযরত ওসমান ইবনে যায়দ (রাযি.),
৪. হযরত রাফি’ ইবনে খদীজ (রাযি.),
৫. হযরত নু’মান ইবনে বশীর (রাযি.),
৬. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.),
৭. হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফীয়ান (রাযি.),
৮. হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাযি.),
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
১০. হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.),
১১. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.),
১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.),
১৩. হযরত আবু জুহাইফা আস-সওয়ায়ী (রাযি.),
১৪. হযরত সুলাইমান ইবনে সারদ (রাযি.),
১৫. হযরত আম্মারা ইবনে রুয়াইবা আস-সাকাফী (রাযি.),
১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.),
১৭. হযরত আমর ইবনে হারিস আল-খুযায়ী (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।^২

সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে বলা হয় যে,

إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا.

^১ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৯৩

^২ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৬, পৃ. ২৪২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৩

‘তিনি ৩৮ জন সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস শুনেছেন।’^১

খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম নববী, ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.) ও ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম আবু ইসহাক (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^২

মুহাদ্দিগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

তাবেয়ীনে কেরাম, মুহাদ্দিগণ ইমাম আবু ইসহাক (রহ.)-এর উঁচু স্থানের প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

১. এক ব্যক্তি ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (ওফাত: ১৬০ হি.) থেকে জিজ্ঞেস করেছেন,

أَسْمِعْ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ مُجَاهِدٍ؟ قَالَ: وَمَا كَانَ يَصْنَعُ بِهِ، هُوَ أَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ مُجَاهِدٍ، وَمِنْ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ.

‘আবু ইসহাক কি মুজাহিদ থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, তাঁর মুজাহিদের কি দরকার, তিনি তো হাদীসে মুজাহিদ, হাসান আল-বাসরী ও ইবনে সীরীন থেকেও উঁচুমানের।’^৩

২. ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী (ওফাত: ২০৪ হি.) বলেন,

وَجَدْنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، وَالْأَعْمَشُ، وَكَانَ قَتَادَةُ أَعْلَمَهُمْ بِالْإِخْتِلَافِ، وَالزُّهْرِيُّ أَعْلَمَهُمْ بِالْإِسْنَادِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ أَعْلَمَهُمْ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَانَ عِنْدَ الْأَعْمَشِ مِنْ كُلِّ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ.

^১ আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৯৪

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (খ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ২, পৃ. ৫০১; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯২

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৬, পৃ. ২৪২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৯৪

৫৭ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

‘আমরা হাদীসশাস্ত্রের ভাষার এ ৪ জনের কাছে পেয়েছি, যুহরী (রহ.), কাতাদা (রহ.), আবু ইসহাক (রহ.) ও আ’মশ (রহ.)। তাঁদের মধ্যে কাতাদা (রহ.) ফকীহ ও আলিমগণের মতানৈক্য বিষয়ে সম্যক অবগত, যুহরী সনদ বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী, আবু ইসহাক (রহ.) হযরত আলী (রহ.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.)-এর হাদীসের বেশি জ্ঞান রাখতেন, আ’মশ (রহ.) সে সকল জ্ঞানে পারদর্শী। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে দু হাজার হাদীস জমা রয়েছে।’^১

৩. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (ওফাত: ২৩৪ হি.) বলেন,

رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَبْعِينَ رَجُلًا، أَوْ ثَمَانِينَ، لَمْ يَرَوْ عَنْهُمْ غَيْرُهُ،
وَأُخْصِيَتْ مَشْيَخَتُهُ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ شَيْخٍ.

‘আবু ইসহাক (রহ.) ৭০ বা ৭০জন এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যার থেকে তিনি ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি। তাঁর মাশায়েখের সংখ্যা আনুমানিক ৩০০। আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) অন্য স্থানে ইমাম আবু ইসহাক (রহ.)-এর মাশায়েখের সংখ্যা ৪০০ বলেছেন।’^২

৪. ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আর-রাযী (ওফাত: ২৭৭ হি.) তার সম্পর্কে বলেন,

ثِقَّةٌ وَأَحْفَظُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ وَيُسَبِّهُ بِالزُّهْرِيِّ فِي كَثْرَةِ الرِّوَايَةِ.

‘আবু ইসহাক আস-সাবীযী (রহ.) বিশ্বস্ত। আবু ইসহাক আশ-শায়বানী (রহ.)-এর চেয়ে বেশি হাদীস আহণকারী এবং অধিক বর্ণনায় ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সদৃশ্য।’^৩

৫. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-এর বিশ্লেষণ মতে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মাল (রহ.), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম আল-ইজলী (রহ.) তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।’

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১১৫

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৯৪

^৩ (ক) ইবনে আবু হাতিম, *আল-জারহ ওয়াত তা’দীল*, খ. ৬, পৃ. ২৪২; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১১৪

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে কাত্তান (রহ.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিগণের একদলের মতে, ইমাম আবু ইসহাক (রহ.) ১২৭ হিজরীতে যাহ্‌হাক ইবনে কায়স কুফায় প্রবশের দিন ইন্তেকাল করেছেন।^২

১৬. ইমাম ওসমান ইবনে আসিম

(ওফাত: ১২৮ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু হাসীন, বংশের দিক দিয়ে আসাদী ও কুফায় বসবাসের কারণে কুফী বলা হয়। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন,

১. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৫. হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.) ও
৬. হযরত ইমরান হুসাইন (রাযি.)।^৩

ইমাম মুওয়াফফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৪

মুহাদ্দিগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

১. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইমাম শা'বী (ওফাত: ১০৪ হি.)-এর ওফাতের সময় তাঁর কাছে প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাদেরকে কার নিকট উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দেন? তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন,

^১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. ৫৮

^২ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল ছফফায, খ. ১, পৃ. ১১৫

^৩ (ক) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৪১৩; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭, পৃ. ১১৬

^৪ (ক) আল-মুওয়াফফাক আল-মক্কী, মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৪৭; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪২০; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯২; (ঘ) আস-সুয়ুতী, তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা, পৃ. ৬৪

৫৯ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

مَا أَنَا بِعَالِمٍ، وَلَا أَتْرُكُ عَالِمًا، وَإِنَّ أَبَا حَصِينٍ رَجُلٌ صَالِحٌ، رَوَى
مِثْلَهَا: مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ.

‘আমি তো আলিম নই এবং কোনো আলিমকেও রেখে যাচ্ছি না, কিন্তু আবু হাসীন নিশ্চয়ই ভালো ব্যক্তি। এ রকম মালিক ইবনে মিজওয়ালও বর্ণনা করেছেন।’^১

২. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (ওফাত: ১৯৮ হি.) বলেন,

أَرْبَعَةٌ بِالْكُوفَةِ لَا يُخْتَلَفُ فِي حَدِيثِهِمْ، فَمَنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ
مُخْطِئٌ، لَيْسَ هُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَصِينٍ الْأَسَدِيُّ.

‘কুফায় এমন ৪ ব্যক্তি বিদ্যমান যাদের হাদীসে মতানৈক্য করা যাবে না। যে তাঁদের সাথে মতনৈক্য করবে সে ভুলে থাকবে তাঁদের থেকে একজন আবু হাসীন।’^২

৩. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) একদিন শ্রোতাকে বলেন,

لَا تَرَى حَافِظًا يَخْتَلِفُ عَلَى أَبِي حَصِينٍ.

‘তুমি কোনো হাদীসের হাফিযকে আবু হাসীন (রহ.)-এর সাথে মতানৈক্য করতে দেখবে না।’^৩

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ওফাত: ২৪১ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

الْأَعْمَشُ، وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ مَوَالِي، وَأَبُو حَصِينٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَوْ لَا
ذَلِكَ لَمْ يَصْنَعْ الْأَعْمَشُ مَا صَنَعَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ، صَحِيحَ
الْحَدِيثِ. قِيلَ لَهُ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ حَدِيثًا، هُوَ أَوْ أَبُو إِسْحَاقَ؟ قَالَ: أَبُو
حَصِينٍ أَصَحُّ حَدِيثًا؛ لِقَلَّةِ حَدِيثِهِ.

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৪১৫; (খ) আল-মিশ্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪০৬

^২ (ক) আল-মিশ্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪০৩; (খ) ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১১৬

^৩ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৪১৪; (খ) আল-মিশ্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪০৪

‘আ’মশ (রহ.) ও ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াস্‌সাব মাওয়ালী (রহ.) ও আবু হাসীন আরবী ছিল। যদি তা না হত আ’মশ তা করতে পারত না যা করেছেন। তিনি কম ও বিশুদ্ধ হাদীসের অধিকারী ছিলেন। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আবু হাসীন বা আবু ইসহাক উভয়ের মধ্যে কে বিশুদ্ধ হাদীসের অধিকারী? তিনি বলেন, আবু হাসীন কম হাদীসের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁর হাদীস বেশি বিশুদ্ধ।^১

৫. ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহ.), ইমাম আবু হাতিম রাযী (রহ.), ইমাম ইয়াকুব ইবনে শায়বা (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইমাম ইবনে খিরাশ (রহ.) প্রমুখ ইমাম আবু হাসীন ওসমান (রহ.)-কে বিশ্বস্ত বলেছেন।^২

ইমাম ওয়াকিদী (রহ.), আলী ইবনে আবদুল্লাহ তামীমী (রহ.), আবু উবাইদ (রহ.), ইবনে বকীর (রহ.) ও ইবনে নুমাইর (রহ.) প্রমুখের মতে, আবু হাসান ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।^৩

১৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (ওফাত: ১৩০ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু আবদুল্লাহ, উপাধি: শায়খুল ইসলাম। তাঁর বংশ পরস্পরা: মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হুদাইর ইবনে আবদুল উয্‌য়া ইবনে আমির ইবনুল হারিস ইবনে হারিসা ইবনে সা’দ ইবনে তাইম ইবনে মুররা ইবনে কা’ব ইবনে লুয়াই। তিনি মদীনা শরীফের কুরাইশ গোত্রের বনী তাইমের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে মাদানী কুরাইশী ও তাইমী বলা হত। তিনি ৩০ হিজরীর কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.),
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.),

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৪১৪; (খ) আল-মিশ্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৯, পৃ. ৪০৩

^২ ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১১৬

^৩ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৪১৬

৬১ তাবয়েীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
৫. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.),
৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.),
৭. হযরত রবীআ ইবনে আব্বাদ দিয়ালী (রাযি.),
৮. হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল (রাযি.),
৯. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) ও
১০. হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইয়া (রাযি.) ।

সাহাবাগণ ব্যতীত তিনি প্রখ্যাত তাবয়েীগণ, নিজ পিতা মুনকাদির (রাযি.), সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাযি.) ও অন্যান্য ইমামগণ থেকেও বর্ণনা করেছেন।^১

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহ.)-কে ইমাম ইবনুল মুনকাদির (রহ.)-এর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে হাদীস শোনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি তখন তিনি বলেন,

نَعَمْ، يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ.

‘তিনি হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে হাদীস শোনা বিশুদ্ধ। কেননা তিনি নিজ হাদীস শোনার ঘোষণা দিয়ে বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে হাদীস শুনেছি।’^২

খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর মতে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।^৩

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৬, পৃ. ৫০৪-৫০৫

^২ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৬, পৃ. ৫০৮

^৩ (ক) আল-খতীবুল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (খ) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৩৯; (গ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯ ও খ. ২৬, পৃ. ৫০৭; (ঘ) আয-যাহাবী, *সিয়রু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪ ও খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (ঙ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফায*, খ. ১, পৃ. ৫৮

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

মুহাদ্দিসগণ ইমাম ইবনুল মুনকাদিরের উঁচু মর্যাদা স্বীকার করে বলেন,

১. ইমাম মালিক (ওফাত: ১৭৯ হি.) বলেন,

كَانَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَيِّدَ الْقُرَّاءِ.

‘ইবনুল মুনকাদির কারীদেব নেতা ছিলেন।’^১

২. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (ওফাত: ১৯৮ হি.) বলেন,

كَانَ مِنْ مَعَادِنِ الصِّدْقِ، وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الصَّالِحُونَ.

‘তিনি সত্যের খনি ছিলেন, তাঁর নিকট সৎব্যক্তিদের সমাগম থাকত।’^২

৩. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রহ.), যিনি হুমাইদী নামে প্রসিদ্ধ ইবনুল মুনকাদির (রহ.) সম্পর্কে বলেন,

هُوَ حَافِظٌ.

‘তিনি হাদীসের হাফিয ছিলেন।’^৩

৪. ইমামুল মুহাদ্দিসগণ আলী ইবনুল মাদীনী (ওফাত: ২৩৪ হি.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে বলেন,

لَهُ نَحْوُ مِائَتَيْ حَدِيثٍ.

‘তাঁর থেকে প্রায় ২০০ হাদীস বর্ণিত।’^৪

৫. ইমাম যাহবী (ওফাত: ৭৪৮ হি.) বলেন,

جَمَعَ عَلَى نَفْسِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَهُوَ مِنْ طَبَقَةِ عَطَاءٍ لَكِنَّهُ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ.

^১ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৬, পৃ. ৫০৮; (খ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ৫৮

^৩ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪; (খ) ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৪১৮

^৪ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৬, পৃ. ৫০৮; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৪

৬৩ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

‘ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.)-এর বিশ্বস্ততা এবং তাঁর জ্ঞানের ও আমলের অগ্রগতির ওপর সকল মুহাদ্দিস একমত। তিনি আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.)-এর স্তরের। কিন্তু ইমাম ইবনুল মুনকাদির (রহ.) পরে ওফাত বরণ করেছেন।’^১

ইমাম ওয়াকিদী (রহ.), ইমাম ইবনে সা’দ (রহ.) ও মুহাদ্দিসগণের মতে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.) ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।^২

১৮. ইমাম মনসুর ইবনে মু’তামির (ওফাত: ১৩২ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু আত্তাব। বংশের দিক দিয়ে সালামী। বসবাসের দিক দিয়ে কুফী। তিনি কুফার অন্যতম হাদীসের হাফিয ও আলিম ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণনার দিক দিয়ে ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী খালিদ ইবনে মিহরান আল-হাযযা (রহ.)-এর সমক্ষক মনে করেছেন এবং ইমাম আ’মশ (রহ.)-এর ওপর প্রধান্য দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাঁর সরাসরি বর্ণনা করা প্রমাণিত নয়, কিন্তু তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনাকারী প্রখ্যাত তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। যাঁদের নাম নিম্নরূপ:

১. ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন-নখয়ী (রহ.),
২. ইমাম আবু সালেহ বাযাম (রহ.),
৩. ইমাম তামীম ইবনে সালামা (রহ.),
৪. ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.),
৫. ইমাম হাকাম উতাইবা (রহ.),
৬. ইমাম খালিদ ইবনে মিহরান আল-হাযযা (রহ.),
৭. ইমাম খালিদ ইবনে সা’দ (রহ.),
৮. ইমাম রিবয়ী ইবনে হারাশ (রহ.),
৯. ইমাম যায়দ ইবনে ওয়াহাবা আল-জুহানী (রহ.),

^১ আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হুফফায়*, খ. ১, পৃ. ১২৭

^২ (ক) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৬, পৃ. ৫০৮; (খ) ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৯, পৃ. ৪১৮

১০. ইমাম সালেম ইবনে আবু জা'দ (রহ.),
১১. ইমাম সা'দ ইবনে উবাইদা (রহ.),
১২. ইমাম সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রহ.),
১৩. ইমাম আবু ওয়ায়িল শাকীক ইবনে সালামা (রহ.),
১৪. ইমাম আবু খলীল সালিহ ইবনে আবু মারইয়াম (রহ.),
১৫. ইমাম তালহা ইবনে মুসাররিফ (রহ.),
১৬. ইমাম তালাক ইবনে হাবীব (রহ.),
১৭. ইমাম আমির শা'বী (রহ.),
১৮. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুররা (রহ.),
১৯. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার জুহানী (রহ.),
২০. ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.),
২১. ইমাম আলী ইবনে আকমার (রহ.),
২২. ইমাম কুরাইব ইবনে আবু মুসলিম মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.),
২৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.),
২৪. ইমাম আবুয যুহা মুসলিম ইবনে সুবাইহ (রহ.),
২৫. ইমাম মুসাইয়িব ইবনে রাফি' (রহ.),
২৬. ইমাম হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহ.) ও অন্যান্য প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ।^১

ইমাম মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম মুনসুর (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^২

মুহাদ্দিগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

মুহাদ্দিগণ ইমাম মনসুরের উঁচু স্থানের প্রকাশ এভাবে করেছেন,

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৪০২; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ২৭৭-২৭৮

^২ (ক) আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, মানাকিবুল ইমামিল আযম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৫০; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯২; (ঘ) আস-সুয়ুতী, তাবাকাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ৬৬; (ঙ) আস-সুয়ুতী, তাবরীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা, পৃ. ৫৯

৬৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১. ইমাম সুফিয়ান আস-সওরী (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আ'মশ (ওফাত: ১৪৭ হি.)-এর নিকট ইমাম মনসুরের মর্যাদা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

كُنْتُ لَا أَحَدْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَّا رَدَّهُ، فَإِذَا قُلْتُ: مَنْصُورٌ سَكَتَ.

‘আমি আ'মশ (রহ.)-এর সামনে কুফাবাসী সূত্রে যখনই কোনো হাদীস বর্ণনা করতাম তখন তিনি তা রদ করে দিতেন কিন্তু আমি যখন মনসুরের নাম নিয়েছি, তখন তিনি নিশুপ হয়ে গেলেন।’^১

২. ইমাম বাশার ইবনে মুফায্ফল (ওফাত: ১৬১ হি.) থেকে বর্ণিত, আমি সুফিয়ান আস-সওরীর সাথে মক্কায় মিলিত হলাম তখন তিনি বলেন,

مَا خَلَفْتُ بَعْدِي بِالْكُوفَةِ أَمَّنَ عَلَى الْحَدِيثِ مِنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ.

‘আমি কুফায় আমার পর মনসুর ইবনে মু'তামির (রহ.)-এর চেয়ে বেশি হাদীস সংরক্ষকারী আর রেখে যাইনি।’^২

৩. ইমাম আবদান ইবনে ওসমান থেকে বর্ণিত, আমি ইমাম আবু হামযা মুহাম্মদ ইবনে মাইমুন আস-সুকাফারী আল-মরওয়াযী (ওফাত: ১৬৭ হি.)-কে বলতে শুনেছি,

دَخَلْتُ إِلَى بَغْدَادَ، فَرَأَيْتُ جَمِيعَ مَنْ بِهَا يُثْنِي عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْكُوفَةِ سَمِعْتُ مِنْهُ، فَلَمَّا عُدْتُ مِنْ مَكَّةَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَتَّى كَتَبْتُ عَنْهُ وَأَكْثَرْتُ.

‘আমি বাগদাদ গেলাম, সেখানে প্রত্যেক মনসুরের প্রশংসায় ব্যস্ত। অতঃপর আমি যখন কুফায় গেলাম তখন আমি তাঁর থেকে হাদীস শুনলাম। অতঃপর মক্কা থেকে ফেরার পথে তাঁর

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৪৯; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ'লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৪০৪; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ২৭৮

^২ (ক) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ, খ. ২, পৃ. ৭২১-৭২২; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৫০; (গ) আয-যাহাবী, সিয়াক্ব আ'লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৪১২

কাছে অবস্থান করলাম, এমনকি তাঁর থেকে অনেক হাদীস সংগ্রহ করেছি।^১

৪. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমি ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ ইবনে কাত্তান (ওফাত: ১৯৮ হি.) থেকে জিজ্ঞাস করেছি,

مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ ابْنُ أَبِي نُجَيْجٍ؟ قَالَ: مَنْصُورٌ أَثْبَتٌ.

‘মুজাহিদ থেকে মনসুরের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা আপনার কাছে বেশি প্রিয়, না ইবনে নজীহ সূত্রে? তিনি বলেন, মনসুর বেশি গ্রহণযোগ্য।’^২

৫. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন,

لَمْ يَكُنْ بِالْكُوفَةِ أَحْفَظَ مِنْ مَنْصُورٍ.

‘কুফায় মনসুরের চেয়ে বেশি হাদীসের হাফিয ছিল না।’^৩

৬. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) বলেন,

لَمْ يَكُنْ بِالْكُوفَةِ أَثْبَتَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَبَدَأَ بِمَنْصُورٍ، وَأَبِي حَصِينٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَعَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ، قَالَ: وَكَانَ مَنْصُورٌ أَثْبَتَهُمْ.

‘কুফায় চার ব্যক্তির চেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর নেই। তখন তিনি মনসুরের নাম দিয়ে শুরু করেছেন। দ্বিতীয় আবু হাসীন, তৃতীয় সালামা ইবনে কুহাইল, চতুর্থ আমর ইবনে মুররা। তিনি বলেন, মনসুর তাঁদের সবার চেয়ে দৃঢ়।’^৪

৭. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (ওফাত: ২৩৪ হি.) থেকে জিজ্ঞাস করা হয়েছে, ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.)-এর কোন শিষ্য থেকে বর্ণনা করা আপনার কাছে প্রিয়? তখন তিনি বলেন,

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৫৩

^২ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৪৯; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৪০৫

^৩ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৫১; (খ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৪০৩

^৪ আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৫, পৃ. ৪০৪

৬৭ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

إِذَا حَدَّثَكَ، عَنْ مَنْصُورٍ ثِقَةً فَقَدْ مَلَأَتْ يَدَيْكَ لَا تَرِيدُ غَيْرَهُ.

‘যখন কোনো বিশ্বস্ত রাবী ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.)-এর শিষ্য মনসুর (রহ.) থেকে বর্ণনা করে তখন মনে করবে তুমি নিজ হাত ভর্তি করেছ, তাই তুমি তাঁকে ছাড়া অন্য কারো প্রতি ইচ্ছা করবে না।’^১

৮. ইমাম আবু উবাইদ আল-আজুররী (রহ.) থেকে বর্ণিত, ইমাম আবু দাউদ (ওফাত: ২৭৫ হি.) থেকে হাদীসের রাবী জাহমের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তখন তিনি বললেন, ইমাম মনসুর জাহম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আশআস ইবনে সওয়ারও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি,

هُوَ مِنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَنْصُورٌ لَا يَرَوِي إِلَّا عَنْ كُلِّ ثِقَةٍ.

‘জাহম কি ইবরাহীম আন-নখয়ীর শিষ্য? তিনি বলেন, আমি জানি না। আমি তো শুধু এতটুকু জানি ইমাম মনসুর শুধু বিশ্বস্ত রাবী থেকে বর্ণনা করেন।’^২

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা’দ (রহ.), খলীফা ইবনে খাইয়াত (রহ.), আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (রহ.), ইবনে নুমাইর (রহ.) ও সাযীদ ইবনে সা’দ (রহ.)-এর মতে ইমাম মনসুর (রহ.)-এর ওফাত ১৩২ হিজরীতে হয়েছে।^৩

১৯. ইমাম হিশাম ইবনে উরওয়া

(ওফাত: ১৪৬ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

আসল নাম: আবুল মুনযির হিশাম ইবনে উরওয়া ইবনে জুবাইর ইবনুল আওয়াম আল-কুরাইশী আয-যুবাইরী। তিনি ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ

^১ (ক) আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৪৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ২৭৮

^২ (ক) আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৪৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ২৭৮

^৩ (ক) আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৮, পৃ. ৫৫৪; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাহযীবুল তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ২৭৮; (গ) আবু সুলাইমান আর-রাবী, তারীখু মাওলিদিলি ওলামা ওয়া ওয়াফায়াতিহিম, খ. ১, পৃ. ৩১১

করেছেন। তিনি মদীনা শরীফের প্রখ্যাত ও অন্যতম ফকীহ ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.), হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি নিম্নোক্ত সাহবী ও তাবেয়ীগণ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন,

১. নিজ চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.),
 ২. নিজ পিতা উরওয়া (রাযি.),
 ৩. নিজ স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুনযির (রহ.),
 ৪. নিজ ভাই ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে উরওয়া (রহ.),
 ৫. নিজ ভাই ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান (রহ.),
 ৬. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রহ.),
 ৭. ইমাম ওমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রহ.),
 ৮. ইমাম কুরাইব মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.),
 ৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.),
 ১০. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.)।^১
১. ইমাম হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ.) নিজেই বর্ণনা করেন,

رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنَ عُمَرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُمَّةٌ.

‘আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে দেখেছি, তাঁদের উভয়ের কাছ পর্যন্ত চুল ছিল।’^২

২. ইমাম হিশাম ইবনে উরওয়া বলেন,

دَعَانِي ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَبَّلَنِي وَدَعَانِي.

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মক্কায় মরওয়া নামক স্থানে আমাকে ডেকে চুমু খেলেন এবং আমার ব্যাপারে দুআ করলেন।’^৩

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৪, পৃ. ৩৭; (খ) আল-মিযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৩০, পৃ. ২৩৩-২৩৪; (গ) ইবনে হাজার আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১১, পৃ. ৪৪

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৪, পৃ. ৩৭; (খ) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, *আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ*, খ. ৩, পৃ. ১১৭১

৬৯ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

খতীবে বাগদাদী (রহ.), ইমাম নববী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ও ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ইমাম হিশাম (রহ.)-কে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর স্থান

মুহাদ্দিসগণ ইমাম হিশামের উচ্চমানের মর্যাদা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

১. ইমাম মুসা ইবনে ওয়াহাইব (রহ.) বলেন,

قَدِمَ عَلَيْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، فَكَانَ مِثْلَ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ.

‘হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ.) আমাদের নিকট বসরায় এসেছেন, তখন তিনি জ্ঞানের দিক দিয়ে আমাদের মাঝে হাসান আল-বাসরী (রহ.) ও ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.)-এর মতো ছিলেন।’^৩

২. ইমাম ইবনে সা’দ (ওফাত: ২৩০ হি.) বলেন,

كَانَ ثِقَةً، ثَبَتًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ، حُجَّةً.

‘হিশাম বিশ্বস্ত, দৃঢ়, অধিক হাদীস আহরণকারী ও হুজ্জাত দলিল ছিলেন।’^৪

৩. ইমাম ওসমান ইবনে সায়ীদ আদ-দারিমী (রহ.) বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (ওফাত: ২৩৩ হি.)-কে জিজ্ঞেস করেছি,

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَحَبُّ إِلَيْكَ عَنْ أَبِيهِ، أَوِ الزُّهْرِيُّ؟، فَقَالَ: كِلَاهُمَا، وَلَمْ يُفْضَلْ.

^১ আল-বুখারী, আত-তারীখুল কবীর, খ. ৮, পৃ. ১৯৩

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫; (খ) আন-নাওয়াওয়ী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, খ. ২, পৃ. ৫০১; (গ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪১৯; (ঘ) আয-যাহাবী, সিয়াকু আ’লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৯১; (ঙ) আস-সুয়ুতী, তাবরীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানিফা, পৃ. ৬১

^৩ আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৪, পৃ. ৪০

^৪ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফায, খ. ১, পৃ. ১৪৪

‘আপনার নিকট হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ.) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করার দিক দিয়ে বেশি প্রিয়, না ইমাম যুহরী? তিনি বলেন, উভয়ের এবং কারো মর্যাদা কারো ওপর কম নয়।’^১

৪. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (ওফাত: ২৩৪ হি.) বলেন,

لَهُ نَحْوُ مِئَةِ أَرْبَعِ مِائَةِ حَدِيثٍ.

‘ইমাম হিশাম থেকে অন্তত ৪০০ হাদীস বর্ণিত।’^২

৫. ইমাম আবু হাতিম রায়ী (ওফাত: ২৭৭ হি.) বলেন,

ثِقَّةٌ إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ.

‘বিশ্বস্ত, তিনি হাদীসশাস্ত্রের ইমাম স্তরে পৌঁছেছেন।’^৩

মুহাদ্দিসগণের নিকট ইমাম হিশাম (রহ.)-এর ওফাত ১৪৬ হিজরীতে হয়েছে।^৪

২০. ইমাম জাফর সাদিক (ওফাত: ১৪৮ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

উপনাম: আবু আবদুল্লাহ, উপাধি: সাদিক। তাঁর বংশপরম্পরা: আবু আবদুল্লাহ জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আল-কুরাইশী আল-হাশিমী। তিনি মদীনা শরীফের মহান সাইয়িদ বংশীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্মানিতা মাতা সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নাতিনী কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-এর কন্যা উম্মে পরওয়া (রহ.) এবং নানী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ছেলে আবদুর রহমান (রহ.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রহ.)। তাই তিনি খুশি হয়ে বলেন,

وَلَدَنِي أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ مَرَّتَيْنِ.

‘হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দিক দিয়ে আমার জন্ম দু’বার হয়েছে।’^৫

^১ আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৪, পৃ. ৪০

^২ আয-যাহাবী, সিয়রু আ’লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৩৫

^৩ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৩০, পৃ. ২৩৮

^৪ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ১৪, পৃ. ৪১; (খ) সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী, আত-তা’দীলু ওয়াত তাখরীজ, খ. ৩, পৃ. ১১১

৭১ তাবেরীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে, খুব সম্ভব তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও সাহল ইবনে সা'দ (রাযি.) দেখেছেন। তিনি তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির (রহ.) ও নিজ নানা ইমাম কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করা ছাড়া ও নিম্নোক্ত প্রখ্যাত তাবেরীগণ থেকেও বর্ণনা করেছেন,

১. ইমাম উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফি' (রহ.),
২. ইমাম মুরওয়া ইবনে যুবাইর (রহ.),
৩. ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.),
৪. ইমাম নারি' মাওলা ইবনে ওমর (রহ.),
৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রহ.) ও
৬. ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (রহ.),
৭. ইমাম মুসলিম ইবনে আবু মারইয়াম (রহ.) ও অন্যান্য প্রখ্যাত তাবেরীগণ।^২

ইমাম মুওয়াফফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম জামাল উদ্দীন আল-মিয্বী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম মারআ ইবনে ইউসুফ (রহ.)-এর গবেষণা মতে, ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^৩ (তাছাড়া আহলে বায়ত তথা হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর বংশের ৪+৪=৮ জন ইমাম ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন।)

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

মুহাদ্দিসগণ ইমাম জাফর সাদিক (রহ.)-এর উঁচুমানের স্থান প্রকাশ করে বলেন,

^১ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২৫৫; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৫, পৃ. ৭৪-৭৫

^২ (ক) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২৫৫; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৫, পৃ. ৭৪-৭৫

^৩ (ক) আল-মুওয়াফফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪২; (খ) আল-মিয্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৫, পৃ. ৭৬; (গ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২৫৬; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাবরীয়াস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, পৃ. ৫৫

১. ইমাম আযম আবু হানিফা (ওফাত: ১৫০ হি.) থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে,

مَنْ أَفْقَهُ مَنْ رَأَيْتَ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَفْقَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

‘আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ফকীহ পেয়েছেন? তিনি বলেন, ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহ.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ আর দেখিনি।’^১

২. ইমাম ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (রহ.) মুহাদ্দিস আবু যুরআ আর-রাযী (ওফাত: ২৬৪ হি.) থেকে শুনেছেন, যখন তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন,

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَالْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهَا أَصَحُّ؟ قَالَ: لَا يُقَرَّنُ جَعْفَرٌ إِلَى هَؤُلَاءِ.

‘ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করা এবং সুহাইল তাঁর পিতা থেকে ও আলা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করা কোন স্তরের? তাঁদের মধ্যে কার পদ্ধতি বিশুদ্ধ বেশি? তিনি বলেন, ইমাম জাফর (রহ.)-কে তাঁদের সাথে মিলাণো অনুচিত।’^২

৩. ইমাম আবু আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে আদী (ওফাত: ৩৬৫ হি.) বলেন,

وَلَجَعْفَرٌ حَدِيثٌ كَثِيرٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ، وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ، وَنُسَخَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْأَيْمَةُ مِثْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَشُعْبَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ النَّاسِ.

‘ইমাম জাফরের কাছে তাঁর পিতার মাধ্যমে হযরত জাবির (রাযি.)-এর পদ্ধতিতে নবী (সা.) পর্যন্ত, তেমনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা-পরদাদা পর্যন্ত অনেক হাদীস ও আহলে বায়তের পদ্ধতিতে অনেক কিতাব রয়েছে। তাঁর থেকে ইবনে

^১ (ক) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৯; (খ) আয-যাহাবী, তাকরীরাতুল হফযায, খ. ১, পৃ. ১৬৬

^২ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৮

৭৩ তবেইনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

জুরাইজ ও শু'বার মতো হাদীসের ইমামগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্বস্ত।^১

ইমাম আবুল হাসান আল-মাদায়িনী (রহ.), খলীফা ইবনে খাইয়াত (রহ.) ও যুহাইর আল-বাক্কার (রহ.)-এর মতে, ইমাম জাফর (রহ.) ১৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।^২

২১. ইমাম আ'মশ (ওফাত: ১৪৮ হি.) থেকে হাদীস অর্জন

আসল নাম: আবু মুহাম্মদ সুলাইমান ইবনে মিহরান আল-আ'মশ। বনী কাহিল গোত্রের শাখা বনী আসদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে কাহিলী আসাদী বলা হয়। তিনি কুফার অন্যতম হাদীসের বিশ্বস্ত হাফিয ছিলেন। মূলের দিক দিয়ে তিনি 'রাই' শহরের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি নিম্নোক্ত তাবেয়ীগণের থেকেও বর্ণনা করেছেন,

১. ইমাম ইকরাম মাওলা ইবনে আব্বাস (রহ.),
২. ইমাম আবু ওয়ায়িল শকীক ইবনে সারামা (রহ.),
৩. ইমাম যায়দ ইবনে ওহাব (রহ.),
৪. ইমাম আম্মারা ইবনে উমাইর (রহ.),
৫. ইমাম ইবরাহীম আত-তাইমী (রহ.),
৬. ইমাম আবু সালিহ যাকওয়ান (রহ.),
৭. ইমাম সাইদ ইবনে জুবাইর (রহ.),
৮. ইমাম মুজাহিদ (রহ.),
৯. ইমাম আবু আমর আশ-শায়বানী (রহ.),
১০. ইমাম যর ইবনে জুবাইশ (রহ.),
১১. ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রহ.),
১২. ইমাম হিলাল ইবনে সাইয়্যাফ (রহ.),
১৩. ইমাম আবু হাযিম আল-আশজায়ী (রহ.),
১৪. ইমাম ইবরাহীম আন-নখয়ী (রহ.),
১৫. ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী (রহ.) প্রমুখ।^৩

^১ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৮

^২ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ৫, পৃ. ৭৮

ইমাম মুওয়াফফাক আল-মক্কী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.), ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ও ইমাম মারআ ইবনে ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, ইমাম আ'মশ (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের শায়খ ছিলেন।^২

মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর মর্যাদা

মুহাদ্দিসগণ ইমাম আ'মশ (রহ.)-এর মর্যাদা এভাবে প্রকাশ করেন,

১. ইমাম আ'মশ প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর মক্কী (ওফাত: ১০২ হি.)-এর কাছে হাজির হতেন। তখন তিনি তাঁকে স্নেহ করে বলতেন,

لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْمَشْيَ لَحِجَّتُكَ.

‘যদি আমি চলার সামর্থ রাখতাম তখন স্বয়ং নিজে আপনার কাছে যেতাম।’^৩

২. ইমাম আসিম আল-আহওয়াল (রহ.) থেকে বর্ণিত, যখন ইমাম আ'মশ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর নাতি কাসিম ইবনে আবদুর রহমান (ওফাত: ১২০ হি.)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তিনি তাঁকে দেখে বলেন,

هَذَا الشَّيْخُ - يَنْبَغِي الْأَعْمَشُ - أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

‘এ শায়খ তথা আ'মশ মানুষের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর কথা সংরক্ষণকারী।’^৪

৩. ইমাম ইসহাক ইবনে রাশিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমাকে ইমাম যুহরী (ওফাত: ১২৪ হি.) জিজ্ঞেস করেছেন, ইরাকে কি কেউ হাদীস বর্ণনা করেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম,

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ৮; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২২৭

^২ (ক) আল-মুওয়াফফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামিল আযম আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ৪৫; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়াকু আ'লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২২৭; (খ) আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল হফফায়*, খ. ১, পৃ. ১৬৬; (গ) আস-সুয়ুতী, *তাবাকাতুল হফফায়*, খ. ১, পৃ. ৭৪; (ঘ) মারআ আল-কারমী, *তানওয়ীক বাসায়িরিল মুকদ্দাদীন*, পৃ. ৫৫

^৩ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ৮; (খ) আল-মিশ্বী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ৬, পৃ. ২৩৪

^৪ আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ১০

هَلْ لَكَ أَنْ آتَيْكَ بِحَدِيثٍ بَعْضِهِمْ؟ فَقَالَ لِي: نَعَمْ، فَحِثْنُهُ بِحَدِيثِ
سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ فِيهَا، وَيَقُولُ: مَا ظَنَنْتُ أَنَّ بِالْعِرَاقِ مَنْ
يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا! قَالَ: قُلْتُ: وَأَزِيدُكَ! هُوَ مِنْ مَوَالِيهِمْ.

‘আমি কি তাঁদের কোনো হাদীস বর্ণনা করব? তিনি আমাকে বলেন, হ্যাঁ। আমি তাঁর নিকট সুলাইমান ইবনে আ’মশ (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীস শোনালাম। তখন তিনি সেখানে চিন্তা-ভাবনা করে বলেন, আমার ধারণা ছিল না ইরাকে হাদীস বর্ণনাকারী এমন কোনো মুহাদ্দিস আছেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে আরও তথ্য দিচ্ছি তিনি ইরাকীদের স্বাধীনকৃত গোলম, আযাদ ছিল না। তাই যাদের গোলামের এ অবস্থা তাঁদের মালিকের কি অবস্থা হতে পারে।’^১

৪. ইমাম হুশাইম ইবনে বশীর (ওফাত: ১৮৩ হি.) বলেন,

مَا رَأَيْتُ بِالْكُوفَةِ أَحَدًا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا أَجْوَدَ حَدِيثًا مِنَ الْأَعْمَشِ،
وَلَا أَفْهَمَ وَلَا أَسْرَعَ إِجَابَةً لِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ.

‘আমি কুফায় আ’মশ (রহ.)-এর চেয়ে বেশি কুরআন তিলাওয়াতকারী, সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী, দয়াবান, সবচেয়ে বেশি অনুধাবনকারী, প্রশ্নের দ্রুত উত্তরদাতা কাউকে দেখিনি।’^২

৫. ইমাম ঈসা ইবনে ইউনুস (ওফাত: ১৮৭ হি.) বলেন,

مَا تَرَنَّا نَحْنُ وَلَا الْقُرْنُ الَّذِي كَانَ قَبْلَنَا مِثْلَ الْأَعْمَشِ.

‘আমার এবং আমাদের পূর্বের লোকেরা আ’মশ (রহ.)-এর মতো কাউকে দেখিনি।’^৩

৬. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (ওফাত: ১৯৮ হি.) বলেন,

^১ আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ৯, পৃ. ১১

^২ আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ৯, পৃ. ৭-৮

^৩ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, খ. ৯, পৃ. ৮; (খ) আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ১২, পৃ. ৮৮

سَبَقَ الْأَعْمَشُ أَصْحَابَهُ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ، كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِلْقُرْآنِ،
وَأَحْفَظَهُمْ لِلْحَدِيثِ، وَأَعْلَمَهُمْ بِالْفَرَائِضِ، وَنَسِيتُ أَنَا وَاحِدَةً.

‘আ’মশ ৪টি চরিত্রের কারণে নিজ সাথীদের ওপর অগ্রগামী হয়ে গেছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি কুরআন তিলাওয়াতকারী, সবচেয়ে বেশি রাসুল (সা.)-এর হাদীসের সংরক্ষণকারী, সবচেয়ে বেশি ফরায়েযের জ্ঞানী। আরেকটি আমি ভুলে গেছি।’^১

৭. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাযীদ ইবনে কাত্তান (ওফাত: ১৯৮ হি.) বলেন,
هُوَ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ.

‘তিনি ইসলামের প্রতীক।’^২

৮. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (ওফাত: ২৩৪ হি.) বলেন,
لَهُ نَحْوُ مِائَةِ خِصَالٍ وَثَلَاثُ مِائَةِ حَدِيثٍ.

‘ইমাম আ’মশ থেকে অন্তত ১৩০০ হাদীস বর্ণিত।’^৩

ইমাম ইবনে নুমাইর (রহ.), ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহ.), ইমাম আবু নুআইম আল-আসবাহানী (রহ.), ফযল ইবনে দুকাইন (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইজলী (রহ.)সহ মুহাদ্দিসগণের মতে ইমাম আ’মশ (রহ.) ১৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।^৪

ইমাম আযমের উল্লিখিত ২১ জন মাশায়েখের জ্ঞানগত মর্যাদা ও অবস্থান জানার পর একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি হাদীস-ফিকহ ও তাফসীর এমন স্থানে পৌঁছেছেন যার কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। এমনকি ভবিষ্যতে তাঁর মতো কেউ হতে পারে এমন সম্ভবনাও নেই এবং তাঁর মাশায়েখের মতো উঁচু মর্যাদার অধিকারী নবী (সা.)-এর জ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টি হয়নি এবং কেউ এ রকম সাহচর্য লাভও করেননি। তাঁর মাশায়েখের

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ৯; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২২৮

^২ আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ৮

^৩ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ’লামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২২৮

^৪ আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ১২

৭৭ তবেইনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

প্রত্যেকে নিজ নিজ যুগের নক্ষত্র ছিলেন। তাঁরা সকলে সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) থেকে এককভাবে ইমাম শা'বী (রহ.) রাসূল (সা.)-এর ৫০০ বা আরও বেশি সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.)-এর মতে ১৫০ সাহাবায়ে কেরাম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এভাবে উল্লিখিত সকল শায়খের মর্যাদা স্থান ও স্তর উক্ত বিবরণ থেকে ধারণা করা যেতে পারে।

এ সকল ইমামের মধ্যে প্রত্যেকে হাদীসের হাফিয ছিলেন। হাদীস বর্ণনায় তাঁরা বিশস্ত ও দৃঢ়দের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের এক একজনের রুচি এক এক ধরনের ছিল। কেউ ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করার কারণে অনেক হাদীস বর্ণনা করায় মুহাদ্দিস হয়ে গেছেন। কেউ তাফসীরের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে মুফাসসির হয়ে গেলেন আর কেউ কুরআন হাদীসের আহকামের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কারণে ফকীহ উপাধি লাভ করলেন।

সারকথা তাঁদের মধ্যে যে যেখানে সম্পৃক্ত থাকুন না কেন প্রত্যেক হাদীসবিশারদ ছিলেন এবং তাঁরা শিষ্যদের হাদীস বর্ণনায় কৃপণতা করতেন না। এ সকল ইমামের বদৌলতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শুধু ফিকহ বিশারদ হননি, বরং হাদীসের 'ইমাম আযম'ও হয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)- এর হাদীসের শায়খগণ ও তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা

৮. ইমাম আযম (রহ.) তাঁর মাশায়েখ থেকে

কোন ধরনের জ্ঞান অর্জন করেছেন?

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হাদীসশাস্ত্রের প্রধান ইমাম হওয়ার প্রমাণ তাঁর শায়খগণের অবস্থা দ্বারা বুঝা যাবে যে, তিনি তাঁদের থেকে কোন ধরনের জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং কতজন শিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খগণের উল্লেখ দ্বারা একথা যেন বুঝা না হয় ইমাম আযম (রহ.) তাঁদের থেকে ফিকহ শিখেছেন। কেননা তাঁর পূর্বে ফিকহশাস্ত্র বিষয় হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বরং একথা সবাই জানে যে, ইমাম আযম (রহ.)ই ফিকহের আবিষ্কার করেন।

ইমাম আযম (রহ.)ই সর্বপ্রথম কুরআন-হাদীসের আলোকে আহকাম, মাসায়েল বের করে ফিকহ সংকলন করেছেন এবং ফিকহশাস্ত্রকে পৃথক বিষয় হিসাবে পেশ করেছেন। তাই ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি প্রণেতাগণ ও শরীয়তে-মুহাম্মদীকে ফিকহের আলোকে বিন্যাসকারীদের অগ্রদূত তিনি নিজেই। ইমাম মালিক (রহ.) হাদীস গ্রন্থ তাঁর বিন্যাসকৃত নিয়ম গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী যেকোনো ইমাম হাদীস ও ফিকহের সংকলনে তাঁর বিন্যাসকেই গ্রহণ করেছেন যা বুখারীর পূর্ব সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ছিল।

১. ইমাম খাওয়ারযিমী (ওফাত: ৬৬৫ হি.) তাঁর জামিউল মাসানিদে (১/৩৪) লিখেছেন,

أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيعَةِ وَرَتَّبَهُ أَبَوَانَا، ثُمَّ تَابَعَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
فِي تَرْتِيبِ الْمُوَطَّأِ، لَمْ يَسْبِقْ أَبَا حَنِيفَةَ أَحَدٌ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضُوا أَنَّ اللَّهَ

عَلَيْهِمْ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ لَمْ يَضَعُوا فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ أَبَوًا مُبَوَّبَةً وَلَا كُتُبًا مُرْتَبَةً، وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى قُوَّةِ حِفْظِهِمْ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.)ই ওই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ইলমে শরীয়তকে সংকলন করেছেন। পরিচ্ছেদে বিন্যাস করেছেন। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুওয়াত্তায় সে বিন্যাসকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পূর্বে কেউ এরকম কাজ করেননি। কেননা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ শরীয়ত সংকরক্ষণে নানা অধ্যায় বিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। তাঁরা সকলে নিজ স্মরণ-শক্তির ওপর নির্ভর করতেন।’^১

২. ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী শাফিযী (ওফাত: ৯৭৩হি.) এভাবে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَرَتَّبَهُ أَبَوًا وَكُتُبًا عَلَى نَحْوِ مَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ، وَتَبِعَهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ، وَمَنْ كَانَ قَبْلَهُ إِنَّمَا كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى حِفْظِهَا. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ كِتَابَ الْفَرَائِضِ وَكِتَابَ الشَّرُوطِ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম ফিকহশাস্ত্রকে সংকলন করেছেন এবং তাকে বিভিন্ন পর্ব ও পরিচ্ছেদে বিন্যাস করেছেন। যা বর্তমানেও বিদ্যমান। ইমাম মালিক (রহ.) মুওয়াত্তায় সে বিন্যাসকে গ্রহণ করেছেন। অতচ এর পূর্ববর্তীগণ শুধু স্মরণ-শক্তির ওপর নির্ভর করতেন এবং তিনি ও প্রথম ব্যক্তি যিনি কিতাবুল ফরায়য ও কিতাবুশ শুরুত প্রণয়ন করেছেন।’^২

এটা বাস্তব সত্য যে, তাঁর পূর্বে কোনো ফিকহের পুস্তক ছিল না। তাই তিনি তাঁর শিক্ষক মহোদয় থেকে ফিকহ শিখেছেন ধারণা করা নিতান্ত ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

^১ আল-খাওয়ারযিমী, জামিউল মাসানীদ, খ. ১, পৃ. ৩৪

^২ ইবনে হাজার আল-হায়সামী, আল-খায়রাতুল হাসান, পৃ. ৪৩

৮১ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম ধর্মের সকল মৌলিক জ্ঞান প্রথম শতাব্দীতে হাদীস আকারে পড়া হত। সে সময়ে ফিকহের মাসায়েল-আহকাম-শরীয়ত ইত্যাদি হাদীসের আকৃতিতে পড়ানো হত। মুফাস্সিরগণের যুগ শুরু হওয়ার পূর্বে ও তাফসীর হাদীস আকারে পড়া হত। এমনকি যুহদ, তাকওয়া, ইবাদাত, রিয়াযাত, তাসাওউফ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হাদীস আকারে ছিল। তাই সে যুগের অভ্যাস মতে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে যা বলা হয় যে, তিনি অমুক থেকে শুনছেন, অমুক থেকে জ্ঞান শিখেছেন, অমুক থেকে বর্ণনা করেছেন বা ফিকহ শিখেছেন ইত্যাদি। তার উদ্দেশ্য হল তা তিনি আখবার ও আছার (হাদীস) আকৃতিতে হাদীস পড়েছেন, ফিকহশাস্ত্র নয়। কেননা তার পূর্বে তো ফিকহ বিদ্যমান ছিল না। যদি কেউ তা ধারণা করে তা হবে একান্ত ভুল।

৯. ফিকহ ও হাদীসগ্রন্থ সিহাহ সিভার ইমামগণের মাশায়েখের পর্যালোচনা

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ওপর এ অপবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁর শুধুমাত্র ১৭টি হাদীস মুখস্থ ছিল বা তিনি খুব কম হাদীসই জানতেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের সে কথা অন্তরে রেখে যদি তাঁর ফিকহী ও দীনী অবদানের দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার চেয়ে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না। এ ভিত্তিহীন অপবাদের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখের আলোচনা করার পূর্বে সেই সকল ইমামের শায়খের আলোচনা করব যাঁদেরকে হাদীস ও ফিকহের ইমাম হিসাবে গণনা করা হয়। তবেই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীসের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১. ইমাম যুরকানী (রহ.) লিখেন, ইমাম মালিক (রহ.)-এর শায়খ ও শিক্ষকের সংখ্যা ৯০০ চেয়ে বেশি ছিলেন।^১
২. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)-এর মতে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর মুসনাদে ২৮০ জন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^২

^১ আয-যুরকানী, *শরহুল মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ২

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১১, পৃ. ১৮১

৩. ইমাম বুখারী (রহ.) নিজেই বর্ণনা করেন, তিনি ১ হাজার ৮০ জন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।^১
৪. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সে সকল শায়খ ও শিক্ষকগণ যাঁদের থেকে তিনি সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন ২২০জন বলেছেন।^২
৫. ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর ২২১ জন শায়খ ও শিক্ষক ছিল।
৬. ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.) ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর মাশায়েখের সংখ্যা ৩০০জন বলেছেন। এ গণনা তাঁর সকল পুস্তক যাচাই করার পর অর্জিত হয়েছে।^৩
৭. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম নাসায়ী (রহ.)-এর ৭০জন শিক্ষক ও মাশায়েখের কথা উল্লেখ করেছেন। তেমনি সুনানে নাসায়ী ও তাঁর অন্যান্য কিতাব থেকে তাঁর মাশায়েখের সংখ্যা ৩৮০জন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। যাঁদের থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন। এভাবে ইমাম নাসায়ী (রহ.)-এর মাশায়েখের সংখ্যা ৪৫০জনে পরিণত হয়েছে।^৪
৮. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর ২৩জন মাশায়েখের কথা উল্লেখ করার পর লিখেন, তিনি তা ব্যতীত আরও অনেক মাশায়েখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন কিন্তু সঠিক সংখ্যা কেউ বলেনি।^৫

ইমামগণের শিক্ষকের আধিক্য তাঁদের হাদীসের প্রতি আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ। তাই প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের শিক্ষকের সংখ্যা ২০০ থেকে ১০৮০ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) সে হিসেবে সবার শীর্ষে। কেননা মাশায়েখের সংখ্যা তাঁদের সকলের চেয়ে বেশি ৪০০০ (চার হাজার) পৌঁছেছে। নিম্নে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখের ব্যাপারে ইমামদের উজিসমূহ উল্লেখ করা হল:

^১ (ক) আল-লালাকারী, *শরহ উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত*, খ. ২, পৃ. ৮; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *হুদাস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৬৪২; (গ) আল-কাস্তালানী, *ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৩২

^২ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৬১

^৩ ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৪, পৃ. ১৫১

^৪ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ১২৫-১২৭

^৫ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ২৭৭-২৭৮

৮৩ তাবয়েনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১০. হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়েখের সংখ্যা

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ৪ হাজার শিক্ষক থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম আযমের শিক্ষকের এ গণনা ইমাম মুওয়াফফাক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (রহ.) *মানাকিবুল ইমামি আবু হানিফা* গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইমাম ও ঐতিহাসিকগণ যাদের মধ্যে রয়েছেন হাফিয ইবনে হাজর আল-মক্কী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) সহ সকলে বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাফস আল-কবীর (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর শিষ্যদের মাঝে একটি তর্ক তুলে ধরে লিখেছেন,

فَجَعَلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يُفَضِّلُونَ الشَّافِعِيَّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَفْصٍ: عَدُّوا مَشَائِخَ الشَّافِعِيِّ كَمْ هُمْ؟ ثُمَّ عَدُّوا مَشَائِخَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالتَّابِعِينَ، فَبَلَغُوا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مِنْ أَدْنَى فَضَائِلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

‘ইমাম শাফিয়ীর শিষ্যগণ ইমাম শাফিয়ীকে ইমাম আবু হানিফা ওপর মর্যাদা দিচ্ছিলেন, আবু আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাফছ হানাফী শাফিয়ীগণকে বলেন, তোমরা ইমাম শাফিয়ীর শিক্ষকের গণনা করে বল তা কত? তাঁরা তখন গণনা করে বললেন, আশিজন। তখন হানাফীরা ইমাম আবু হানিফার ওলামা ও তাবয়ী শিক্ষক গণনা করলেন, তাঁদের সংখ্যা বের হল চার হাজার। তখন আবু আবদুল্লাহ বলেন, এটা ইমাম শাফিয়ীসহ অন্যান্য ইমামদের ওপর ইমাম আবু হানিফার সামান্য মর্যাদা।’^১

২. ইমাম সাইফুল আয়িম্মা আস-সাবিলী (রহ.) বলেন,

أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ﷺ تَلَمَّذَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ آلَافٍ مِنْ شُيُوخِ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ.

^১ (ক) আল-মুওয়াফফাক আল-মক্কী, *মানাকিবুল ইমামি আবু হানিফা*, খ. ১, পৃ. ৩৮; (খ) আল-কারদারী, *মানাকিবু ইমামি আবু হানিফা*, খ. ১, পৃ. ৬৮

‘নিশ্চয় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৪ হাজার তাবেয়ী মাশায়েখ থেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।’^১

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (ওফাত: ৯৪২ হি.) ও ইমাম আবু হাফস আল-কবীর (রহ.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম আযমের মাশায়েখের সংখ্যা চার হাজার বর্ণনা করেছেন।^২
৪. ইমাম ইবনে হাজার আল-মক্কী আশ-শাফিযী (ওফাত: ৯৭৩ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

هُمْ كَثِيرُونَ لَا يَسَعُ هَذَا الْمُخْتَصَرُ ذِكْرَهُمْ، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ: أَرْبَعَةَ آلَافٍ شَيْخٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ شَيْخٍ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمَا بَالُكَ بِغَيْرِهِمْ.

‘ইমাম আবু হানিফার অনেক শিক্ষক ছিলেন। যার আলোচনা এ সংক্ষেপিত কিতাবে সংকুলান হবে না। ইমাম আবু হাফছ কবীর তাঁদের থেকে চার হাজার মাশায়েখের গণনা করেছেন। কেউ বলেন, শুধুমাত্র তাঁর তাবেয়ী মাশায়েখের গণনা চার হাজার, তা ব্যতীত অন্যদের আপনি নিজেই করে নেন।’^৩

ইমামদের উল্লিখিত মতামত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর কমপক্ষে ৪ হাজার তাবেয়ী শায়খ ছিলেন এবং মুহাদ্দিসগণ একথাও লিখেছেন যে, যদি ইমাম আযম (রহ.) প্রত্যেক তাবেয়ী থেকে এক একটি হাদীস গ্রহণ করেন তখন তার সংখ্যা ৪ হাজার হাদীসে পরিণত হবে অথচ তাঁর শিক্ষক আরো অনেক ছিল। এ রকম তাবেয়ী ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী যারা গণনার বাইরে তাঁদেরকে যদি মিলানো হয় তখন শিক্ষক সূত্রে তিনি হাজারো হাদীসের মালিক হয়ে যাবেন। অথচ এসকল তাবেয়ী হাজার হাজার হাদীসের জ্ঞানী ছিলেন এবং ইমাম আযম (রহ.) তাঁদের মাশায়েখের শিষ্যত্ব গ্রহণের দ্বারা অনুমান করা যায় তিনি তাঁদের থেকে কত পরিমাণ হাদীস গ্রহণ করেছেন।

^১ আল-খাওয়ারযিমী, জামিউল মাসানীদ, খ. ১, পৃ. ৩২

^২ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৬৩

^৩ ইবনে হাজার আল-হায়সামী, আল-খায়রাতুল হাসান, পৃ. ৩৬

৮৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

তাঁর মেধা ও জ্ঞানের লালসা দ্বারা এ কথা কিভাবে বলা যায় যে, তিনি হাদীসের শায়খগণের নিকট বছরের পর বছর অতিবাহিত করার পরও তাঁদের থেকে দুইটি হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, সে সকল মাশায়েখ যেমন উঁচুমানের, তেমনি তাঁদের জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এসকল জ্ঞান হাদীস বিষয়ই ছিল। কারণ যে যুগে হাদীস চর্চা ব্যতীত অন্য কোনো জ্ঞানের চর্চা হতো না।

১১. ইলমে হাদীসে ইমাম আযম (রহ.)-এর উঁচুমানের সনদ

ইমাম আযমের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একথা জেনে রাখা দরকার যে, তিনি খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা দিয়ে সে যুগের উঁচুমানের সনদের মাধ্যমে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরুর করে বর্ণনাকারী প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের শিষ্য ছিলেন। এভাবে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

১. প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ থেকে জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে স্বয়ং আবু হানিফা (রহ.) নিজেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আব্বাসী যুগের দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর মনসুর জিজ্ঞেস করলেন, আবু হানিফা! আপনি কাদের থেকে জ্ঞান হাসিল করেছেন? তিনি বললেন,

عَنْ أَصْحَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ، (وَعَنْ)
أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ، (وَعَنْ) أَصْحَابِ
عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ، (وَعَنْ) أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَمَا كَانَ
فِي وَقْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ:
لَقَدْ اسْتَوْثَقْتُ لِنَفْسِكَ.

‘আমি হযরত ওমর (রহ.)-এর শিষ্যদের মাধ্যমে ওমর (রাযি.) থেকে, হযরত আলী (রাযি.)-এর শিষ্যদের মাধ্যমে হযরত আলী (রাযি.) থেকে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর শিষ্যদের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে জ্ঞান অর্জন করেছি। অথচ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর যুগে তাঁর চেয়ে বড় আলিম কেউ ছিল না। খলীফা তাঁর এ সনদ

শুনে বললেন, আপনি আপনার জ্ঞানকে পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন।^১

২. অন্য এক বর্ণনা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খলীফা আবু জাফর মনসুরকে উত্তর দিতে গিয়ে বলেন,

عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: بَخِ بَخِ اسْتَوْثَقْتَ مَا شِئْتَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله عنه الطَّيِّبِينَ الْمُبَارَكِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

‘হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইবরাহীম (রহ.) সূত্রে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.), হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে আমি হাদীস অর্জন করেছি। তা শুনে খলীফা আবু জাফর মনসুর বলেন, বেশ বেশ ভালো। আবু হানিফা! আপনি এসকল পবিত্র মুবারক ব্যক্তি থেকে চাহিদা মতে জ্ঞান পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন।^২

এ সকল বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, ইমাম আযম হযরত ওমর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর প্রখ্যাত শিষ্যদের মাধ্যমে বহু উঁচু সনদের হাদীস অর্জন করেছেন। যার স্বীকৃতি দিতে খলীফা আবু জাফর মনসুর বাধ্য হয়েছিলেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) নিজেই প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ থেকে কিছু মাশায়েখ ও শিক্ষকমণ্ডলীর নাম বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে জিজ্ঞেস করেছি,

^১ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৪; (খ) আল-খাওয়ারযিমী, *জামিউল মাসানীদ*, খ. ১, পৃ. ৩১

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫; (খ) আস-সায়মারী, *আখবারু আবী হানিফা ওয়া আসহাবিহী*, পৃ. ৫৮-৫৯

৮৭ তাবয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

مَنْ أَدْرَكَتْ مِنَ الْكِبَرَاءِ؟ قَالَ: الْقَاسِمُ، وَطَاوُسًا، وَعَكْرِمَةُ،
وَمَكْحُولًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ،
وَأَبَا الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءً، وَقَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، وَنَافِعًا، وَأَثَالَهُمْ.

‘কোন প্রখ্যাত আকাবেরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন? তিনি বলেন, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, (রহ.), সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রহ.), তাউস ইবনে কায়সাম (রহ.), ইকরামা (রহ.), মাকহুল (রহ.), আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহ.), হাসান আল-বাসরী (রহ.), আমর ইবনে দীনার (রহ.), আবু যুবাইর (রহ.), মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (রহ.), আতা ইবনে আবু রিবাহ (রহ.), কাতদা (রহ.), ইবরাহীম আন-নাখরী (রহ.), শা’বী (রহ.), নারিফ (রহ.) এরকম অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ থেকে হাদীস অর্জন করেছি।’

১২. ইলমে হাদীসে ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খগণের নাম

আশ্চার্যের বিষয় হল, ইমাম বুখারী (রহ.) যদি তাঁর মাশায়েখের গণনা ১০৮০ জন বলেন তখন কয়েক জনের নাম ছাড়া বাকীগুলোর হাদীস পাওয়া যায়নি। কোথায় তাঁদের বসবাস? তাঁদের জ্ঞানগত মর্যাদা কি? অর্থাৎ বাকী সকল শায়খের নাম না জানার কারণে তাঁদের অবস্থা অজানা। কিন্তু মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়েখের সংখ্যা শুধু ৪ হাজার বলেননি, বরং তাঁরা তাঁদের নামও লিপিবদ্ধ করেছেন, যাঁদের থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন। এখানে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখের সংখ্যার ব্যাপারে কতিপয় বিভিন্ন কিতাব থেকে ইমামদের তুলে ধরা হল:

১. খতীবে বাগদাদী (ওফাত: ৪৬৩ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ১৫জন মাশায়েখের নাম লিখেছেন, যাঁদের থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন।^২

^১ আল-হাসকফী, মুসনদুল ইমামিল আযম, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ১৮৯

^২ আল-খতীবুল বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩২৫

২. ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (ওফাত: ৮৫২ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ১৬জন হাদীসের মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন।^১
৩. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহবী (ওফাত: ৭৪৮ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ৪০ জন হাদীসের মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন।^২
৪. ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (ওফাত: ৯১১ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ৭৪ জন হাদীসের মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন।^৩
৫. ইমাম জালালুদ্দীন আল-মিয্বী, (মৃত: ৭৪২ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ৭৫জন হাদীসের মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন।^৪
৬. ইমাম ইবনে বাযযায় আল-কারদারী (ওফাত: ৮২৭ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ১৯১ জন হাদীসের মাশায়েখ নাম উল্লেখ করেছেন।^৫
৭. ইমাম মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ আল-মক্কী (ওফাত: ৫৬৮ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ২৩৯ হাদীসের মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন।^৬
৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী আশ-শাফিয়ী (ওফাত: ৯৪২ হি.) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ৩৬০ জন হাদীসের মাশায়েখের নাম বর্ণমালার ক্রমধারা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।^৭

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখের যে তালিকা ইমামগণ নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন তাদের প্রত্যেক নিজ গবেষণা মতে তাঁর মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিসগণের একত্রকৃত নামের তালিকায় ১৫ থেকে ৭০ হাদীসের শায়খের নাম অধিকাংশ ইমামগণ নিজ

^১ ইবনে হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৪০১

^২ আয-যাহবী, সিয়রু আ'লামিন নুবালা, খ. ৬, পৃ. ৫৩০

^৩ আস-সুয়ুতী, তাবয়ীযুস সহীফা বিমানাকিব আবী হানীফা, পৃ. ৩৯-৬৫

^৪ আল-মিয্বী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল, খ. ২৯, পৃ. ৪১৮-৪১৯

^৫ আল-কারদারী, মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৭০-৮৮

^৬ আল-মুওয়াফ্ফাক আল-মক্কী, মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, খ. ১, পৃ. ৩৯-৫০

^৭ আস-সালিহী, উকুদুল জিমান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৬৩-৮৭

৮৯ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য গবেষক যেমন সিয়ারে শামিয়া প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী আশ-শাফিযী (রহ.) প্রমুখ আরো গবেষণা করে তাঁরা শিক্ষকের গণনাকে এক হাজার পর্যন্ত এবং তাঁর ৩৬০ জন মাশায়েখের তালিকা তিনি আরবী বর্ণানুক্রম হিসাবে পেশ করেছেন।

১৩. ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়েখের থেকে

১২৫ জন রাবী সিহাহ সিভাহ বর্ণনাকারী

ইমামগণ নিজ নিজ কিতাবে যে সকল শায়খ ও শিক্ষমণ্ডলীর নাম উল্লেখ করেছেন, নিম্নের চিত্রাকারে আমরা তা থেকে ১২৫ জন নাম আরবী বর্ণমালা মাশায়েখ ধারাক্রমে তুলে ধরেছি। এসকল শায়খ সিহাহ সিভা তথা সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহর বর্ণনাকারী। তাঁদের প্রত্যেক বিশ্বস্ত ছিলেন। সিহাহ সিভাহ তালিকায় সহীহাইন মানে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম এবং সুনানে আরবাবা মানে অবশিষ্ট চার কিতাব: সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ।

ক্রমিক	ইমাম আযম (রহ.)-এর মাশায়েখ	ওয়াফাত সন	সিহাহ সিভায় বর্ণনা
১.	ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আস-সাকসকী		বুখারী, নাসায়ী, আবু দাউদ
২.	ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির হামদানী আল-কুফী		সিহাহ সিভাহ
৩.	ইবরাহীম ইবনে মায়সারা তায়েফী	১৩২ হি.	সিহাহ সিভাহ
৪.	ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আন- নখয়ী	৯৫ হি.	সিহাহ সিভাহ
৫.	আবু ইসহাক আস-সাবীযী, আমর ইবনে আবদুল্লাহ	১২৭ হি.	সিহাহ সিভাহ
৬.	ইসমাইল ইবনে খালিদ আল- বাজাকী	১৪৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
৭.	ইসমাইল ইবনে উমাইয়া উমভী		সিহাহ সিভাহ

৮.	ইসমাইল ইবনে আবদুল মালিক আল-আসাদী		তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
৯.	ইসমাইল ইবনে আইয়াশ	১৮১ হি.	সুনানে আরবাআ
১০.	আ'মশ সুলাইমান ইবনে মিহরান	১৪৮ হি.	সিহাহ সিভাহ
১১.	আইয়ুব ইবনে আবু তামীমা কায়সান আস-সখতিয়ানী	১৩১ হি.	সিহাহ সিভাহ
১২.	বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী	১০৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
১৩.	হিলাল ইবনে মিরদাস আল-ফযারী		তিরমিযী, ইবনে মাজাহ
১৪.	বাহায ইবনে হাকীম কুশায়রী আল-বাসরী		সুনানে আরবাআ
১৫.	সাবিত ইবনে আসলাম আল-বুনানী আল-বাসরী	১২৭ হি.	সিহাহ সিভাহ
১৬.	জামি' ইবনে শাদ্দাদ মুহারিবী আল-কুফী	১২৮ হি.	সিহাহ সিভাহ
১৭.	জাবালা ইবনে সুহাইম আত-তাইমী	১২৫ হি.	সিহাহ সিভাহ
১৮.	জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন	১৪৮ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ
১৯.	হাবীব ইবনে কায়স ইবনে দীনার	১১৯ হি.	সিহাহ সিভাহ
২০.	হাজ্জাজ ইবনে আরতাত আন-নখরী	১৪৫ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ
২১.	হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে উরওয়া	১৩৯ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ
২২.	হাসান ইবনে ইয়াসার আল-বসরী	১১০ হি.	সিহাহ সিভাহ
২৩.	হাকাম ইবনে উতায়বা	১১৫ হি.	সিহাহ সিভাহ
২৪.	হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান আল-কুফী	১২০ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ

৯১ তবেইনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

২৫.	খালিদ ইবনে আলকামা হামদানী আল-কুফী		নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজহ
২৬.	রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমান ফররুখ	১৩৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
২৭.	উবাইদ ইবনে হারিস আল-ইয়ামী	১২২ হি.	সিহাহ সিভাহ
২৮.	জুবাইর ইবনে আদী আল- হামদানী আল-কুফী	১৩১ হি.	সিহাহ সিভাহ
২৯.	যাকারিয়া ইবনে আবু যায়দা আল-হামদানী আল-উয়াদায়ী	১৪৮ হি.	সিহাহ সিভাহ
৩০.	যিয়াদ ইবনে ইলাকা আস-সা'লবী আল-কুফী	১৩৫ হি.	সিহাহ সিভাহ
৩১.	যায়দ ইবনে আবু উনাইসা আল- জায়রী	১২৪ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ
৩২.	যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী	১২২ হি.	তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
৩৩.	সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর	১০৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
৩৪.	সায়ীদ ইবনে আবু আরুবা মিহরান আল-বাসরী	১৫৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
৩৫.	সায়ীদ ইবনে মাসরুক, আবু সুফিয়ান আস-সওরী	১২৮ হি.	সিহাহ সিভাহ
৩৬.	সালামা ইবনে কুহাইল আল- হায়রামী আল-কুফী	১২১ হি.	সিহাহ সিভাহ
৩৭.	সুলাইমান ইবনে আবু সুলাইমান ফিরুয, আবু ইসহাক আশ- শায়বানী	১৩৮ হি.	সিহাহ সিভাহ
৩৮.	সিমােক ইবনে হারব	১২৩ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ

৩৯.	শা'বীব ইবনে গারকাদা আস-সালামী আল-কুফী		সহীহাইন, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
৪০.	শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ আদ-দিমশকী		মুসলিম, সুনানে আরবাআ
৪১.	শুরাহবীল ইবনে সায়ীদ আল-আনসারী আল-খায়রাযী		নাসায়ী
৪২.	শুরাহবীল ইবনে মুসলিম আশ-শামী		তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
৪৩.	শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ আল-বাসরী	১৬০ হি.	সিহাহ সিত্তাহ
৪৪.	শায়বান ইবনে আবদুর রহমান আল-বাসরী আল-কুফী	১৬৪ হি.	সিহাহ সিত্তাহ
৪৫.	তাউস ইবনে কায়সান আল-ইয়ামানী	১০৬ হি.	সিহাহ সিত্তাহ
৪৬.	তরীফ ইবনে শিহাব, আবু সুফিয়ান আস-সা'দী		তিরমিযী, ইবনে মাজাহ
৪৭.	তালহা ইবনে মাসরাফ আল-ইয়ামী আল-হামদানী	১১২ হি.	সিহাহ সিত্তাহ
৪৮.	তালহা ইবনে নারি' আল-কুরাইশী		সিহাহ সিত্তাহ
৪৯.	আসিম ইবনে সুলাইমান আল-আহওয়াল আল-বসরী	১৪২ হি.	সিহাহ সিত্তাহ
৫০.	আসিম ইবনে কুলাইব আল-কুফী	১৩৭ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ
৫১.	আসিম ইবনে বাহযালা আবু নজুয়াদ আল-কুফী	১২৮ হি.	সিহাহ সিত্তাহ
৫২.	আমির ইবনে শারাহীল আবু আমর আশ-শা'বী আল-কুফী	১০৪ হি.	সিহাহ সিত্তাহ

৯৩ তবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৫৩.	আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স আল-কুফী	১০৪ হি.	সিহাহ সিভাহ
৫৪.	আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা আল-মাসউদী	১৬০ হি.	বুখারী, সুনানে আরবাআ
৫৫.	আবদুর রহমান ইবনে রুফাই আল-আসাদী	১১৭ হি.	সিহাহ সিভাহ
৫৬.	আবদুল আযীয ইবনে রুফাই আল-আসাদী	১৩০ হি.	সিহাহ সিভাহ
৫৭.	আবদুল আযীয ইবনে আবু রওয়াদ মাইমুন	১৫৯ হি.	বুখারী, সুনানে আরবাআ
৫৮.	আবদুল করীম ইবনে মুখারিক কায়স	১২৬ হি.	বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ
৫৯.	আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী	১৪৫ হি.	সুনানে আরবাআ
৬০.	আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু হুসাইন আল-মক্কী		সিহাহ সিভাহ
৬১.	আবদুল্লাহ ইবনে রিবাহ আল-আনসারী আল-মাদানী		মুসলিম, সুনানে আরবাআ
৬২.	আবদুল্লাহ ইবনে দীনার মাওলা ইবনে ওমর	১২৭ হি.	সিহাহ সিভাহ
৬৩.	আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান ইবনে খুসাইম	১৩২ হি.	সিহাহ সিভাহ
৬৪.	উবাইদুল্লাহ ইবনুল মক্কী	১৫০ হি.	তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
৬৫.	আবদুল মালিক ইবনে উমাইর আল-লাখমী আল-কুফী	১৩৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
৬৬.	আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা আল-হিলালী আল-কুফী		সিহাহ সিভাহ

৬৭.	আবদাহ ইবনে আবু লুবাবা আল-আসাদী আল-কুফী		সহীহাইন, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ
৬৮.	ওসমান ইবনে আসিম আল-আসাদী আল-কুফী	১২৮ হি.	সিহাহ সিভাহ
৬৯.	ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব	১৬০ হি.	সহীহাইন, তিরমিযী নাসায়ী, ইবনে মাজাহ
৭০.	আদী ইবনে সাবিত আল-আনসারী	১১৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
৭১.	আত্বা ইবনে আবু রিবাহ আসলাম আল-কুরাইশী	১১৪ হি.	সিহাহ সিভাহ
৭২.	আতা ইবনে সায়িব আস-সাকাফী	১৩৬ হি.	বুখারী, সুনানে আরবাআ
৭৩.	আতা ইবনে ইয়াসার	১০৩ হি.	সিহাহ সিভাহ
৭৪.	আতিয়া ইবনে সা'দ আল-আওফী আল-কুফী	১১১ হি.	তিরমিযী, আবু দাউদ ইবনে মাজাহ
৭৫.	ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস	১০৪ হি.	সিহাহ সিভাহ
৭৬.	আলকামা ইবনে মাসসাদ আল-হায়রামী আল-কুফী	১২০ হি.	সিহাহ সিভাহ
৭৭.	আলী ইবনে আকমার আল-হামদানী আল-ওয়াদায়ী		সিহাহ সিভাহ
৭৮.	আমর ইবনে দীনার আসরাম আল-মক্কী	১২৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
৭৯.	ওমর ইবনে যর আল-হামদানী আল-কুফী	১৫৩ হি.	বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ

৯৫ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

৮০.	আমর ইবনে ইমরান আবু সওদাহ আল-কুফী		আবু দাউদ
৮১.	আমর ইবনে মুররা আল-মুরাদী আল-জামালী	১১৮ হি.	সিহাহ সিন্তাহ
৮২.	আউন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ		মুসলিম, সুনানে আরবাআ
৮৩.	কাবুস ইবনে আবু যবইয়ান আল-কুফী		তিরমিযী আবু দাউদ ইবনে মাজাহ
৮৪.	কাসিম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ	১১৬ হি.	সুনানে আরবাআ
৮৫.	কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক	১০৬ হি.	সিহাহ সিন্তাহ
৮৬.	কাতাদা ইবনে দি'আমা আল-বাসরী	১১৭ হি.	সিহাহ সিন্তাহ
৮৭.	কায়স ইবনে মুসলিম আল-জাদালী	১২০ হি.	সিহাহ সিন্তাহ
৮৮.	মুহারিব ইবনে দিসার	১১৬ হি.	সিহাহ সিন্তাহ
৮৯.	মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনে আলী ইবনে হুসাইন	১১৪ হি.	সিহাহ সিন্তাহ
৯০.	মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর আল-খানজালী		নাসায়ী
৯১.	মুহাম্মদ ইবনে আবদর রহমান ইবনে আবু লায়লা	১৪৮ হি.	সুনানে আরবাআ
৯২.	মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু সুলাইমান আল-ফযারী	১৫৫ হি.	তিরমিযী ইবনে মাজাহ
৯৩.	মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু আওন আস-সাকাফী	১১০ হি.	সহীহাইন, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী

৯৪.	মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে তাদাররুস, আবু যুবাইর আল-মক্কী	১২৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
৯৫.	মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী	১২৪ হি.	সিহাহ সিভাহ
৯৬.	মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির ইবনে আল-কুরাইশী আত-তাইমী	১৩০ হি.	সিহাহ সিভাহ
৯৭.	মিখওয়াল ইবনে রাশিদ আল-কুফী		সিহাহ সিভাহ
৯৮.	মিস'আর ইবনে কুদাম আল-কুফী	১৫৩ হি.	সিহাহ সিভাহ
৯৯.	মুসলিম ইবনে সালিম, আবু ফরওয়া জুহানী আল-কুফী		সহীহাইন, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ
১০০.	মুসলিম ইবনে ইমরান বতীন আল-কুফী		সিহাহ সিভাহ
১০১.	মাকহুল আবু আবদুল্লাহ আশ-শামী	১১৩ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ
১০২.	মুআবিয়া ইবনে ইসহাক আল-কুফী		বুখারী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ
১০৩.	মা'আন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ		সহীহাইন
১০৪.	মনসুর ইবনে যাযান আল-ওয়াসিতী	১২৯ হি.	সিহাহ সিভাহ
১০৫.	মনসুর ইবনে মু'তামির আল-সালামী আল-কুফী	১৩২ হি.	সিহাহ সিভাহ
১০৬.	মুসা ইবনে আবু আয়িশা আল-মাখযুমী আল-কুফী		সিহাহ সিভাহ

৯৭ তাব্বীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

১০৭.	মুসা ইবনে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী আল- কুরাইশী আল-মাদানী	১০৪ হি.	সিহাহ সিভাহ
১০৮.	মায়মুন ইবনে সিয়াহ আল-বসরী		বুখারী, নাসায়ী
১০৯.	মায়মুন ইবনে মিহরান আল- জারীরী	১১৭ হি.	মুসলিম, সুনানে আরবাআ
১১০.	নাফিয মাওলা ইবনে আব্বাস, আবু মা'বদ	১০৪ হি.	সিহাহ সিভাহ
১১১.	নাফি' মাওলা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর	১১৭ হি.	সিহাহ সিভাহ
১১২.	নাসিহ ইবনে আবদুল্লাহ আত- তাইমী আল-কুফী		তিরমিযী
১১৩.	ওয়ালিদ ইবনে হাইয়ান আল- আসাদী আল-কুফী	১২০ হি.	সিহাহ সিভাহ
১১৪.	ওয়াকিদ, ওয়াকদান আবু ইয়া'ফুর আল-আবদী		সিহাহ সিভাহ
১১৫.	হাশেম ইবনে হাশেম ইবনে আবু ওয়াক্কাস আয-যুহরী	১৪৪ হি.	সহীহাইন, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
১১৬.	হিশাম ইবনে উরওয়া আল- আসাদী আল-মাদানী	১৪৬ হি.	সিহাহ সিভাহ
১১৭.	হিশাম ইবনে আমর আল-ফযারী		সুনানে আরবাআ
১১৮.	ওয়ালিদ ইবনে সারী' আল- মাখযুমী		মুসলিম, নাসায়ী
১১৯.	ইয়াহইয়া ইবনে আবু হাইয়া, আবু জানাব আল-কালবী	১৪৭ হি.	তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

১২০.	ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে কায়স আল-আনসারী	১৪৪ হি.	সিহাহ সিভাহ
১২১.	ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারিস আত-তাইমী		তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
১২২.	ইয়াহইয়া ইবনে ইয়মার আল-বসরী	৮৯ হি.	সিহাহ সিভাহ
১২৩.	ইয়াযীদ ইবনে আবু ইয়াযীদ, আবু আযহার রিশক	১৩০ হি.	সহীহাইন, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
১২৪.	ইয়াযীদ ইবন সুহাইব আল-ফকীর	১২২ হি.	সহীহাইন, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
১২৫.	ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমান আদ-দালানী আল-কুফী		তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

১৪. ইমাম আযম (রহ.)-এর শায়খণের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা

একথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যে সকল প্রখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁরা সকলে ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। ইমাম আযমের মাশায়েখ গ্রহণযোগ্য হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে, নিম্নে তা থেকে দুটি উল্লেখ করা হল।

প্রথম কারণ: নবী করীম (সা.)-এর যুগের নিকটবর্তী হওয়া

পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণ করেছেন একের অধিক মাধ্যমে। ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.), ইমাম ইবনে খুযাইমা (রহ.) ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা এবং নবী করীম (সা.) পর্যন্ত তিন থেকে চার-পাঁচ মাধ্যম রয়েছে। এ সকল মাধ্যমে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর বর্ণনার মাধ্যমের মতো সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ী ছিল

৯৯ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

না, বরং সেখানে তাদের মাশায়েখের সাথে সাধারণ স্তারের তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীগণও ছিলেন।

এ ছাড়া ইসলামী রাজ্যের বিজয় অভিযানের কারণে ইসলামী বিশ্বের ভৌগলিক সীমা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। তাই পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সফরের কষ্টের সাথে সাথে বিশ্বস্তের সমস্যা দেখা দিল এ জন্য প্রত্যেক রাবীর বিশ্বস্তা, সত্যতার সাথে সাথে তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাতের ও তদন্তের আবশ্যিকতার আওতায় চলে আসল। যার কারণে আল-জরাহ ওয়াত তা'দীল নামক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঘটলো। যার ওপর পরেও অনেক কিতাব লিপিবদ্ধ হল। অথচ ইমাম আযমের এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। কেননা অন্যান্য হাদীসের ইমামগণের তুলনায় তাঁর যুগ নবী (সা.)-এর অতি নিকটে ছিল। তিনি সাহাবীদের যুগে জন্ম লাভ করেন এবং নিজেই তাবেয়ী ছিলেন।

তাই তিনি রাসূলের নিকটবর্তী যুগের হওয়ার কারণে যে সকল মাশায়েখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁরা হয়তো সাহাবা ছিলেন অথবা প্রথমসারির বা মধ্যমসারির তাবেয়ী ছিলেন বা প্রখ্যাত তবে তাবেয়ী ছিলেন। যেহেতু ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাশায়েখ সাহাবা বা প্রধান প্রধান তাবেয়ী থেকে ফয়েয প্রাপ্ত তাই তাঁদের সততা ও ইখলাসের ওপর কোনো ধরনের সন্দেহ করা যায় না। যাঁদের থেকে ১২৫ জন সিহাহ সিন্তার বর্ণনাকারী মাশায়েখের তালিকা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ: জাল হাদীসের ফিতনা থেকে রক্ষিত হওয়া

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর সকল শায়খ বিশ্বস্ত হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হল, পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের যুগ নবী করীম (সা.) এর যুগ থেকে শুধু দূরে ছিল না, বরং তাঁদেরকে বিদআতী দল যেমন- মুরজিয়া, কাদরিয়া, খারিজী, রাফিযী ইত্যাদির মোকবেলা করতে হয়েছে যারা তাঁদের হাদীস যাচাইয়ের জন্য তাদের অনেক গুরুত্ব দিতে হয়েছে। তাই দেখতে হত তারা আহলে সুন্নাত থেকে বর্ণনা করেছেন না বিদআতী থেকে? সে বাস্তবতা কে ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.) এভাবে তুলে ধরেছেন,

১. ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.)-এর মতামতসমূহ

১. ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ কিতাবের ভূমিকায় এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন মাওলা আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর মত নকল করেছেন এভাবে,

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوْنَا
رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ
فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

‘মুহাদ্দিসগণ কোনো হাদীসের সনদ জিঞ্জেস করতেন না।
অতঃপর যখন জাল হাদীসের যুগ শুরু হল তখন তারা রাবীদের
বলতেন, তোমরা আমাদেরকে নিজ মাশায়েখের নাম বলো।
তখন আহলে সুন্নাহ থেকে তারা হাদীস গ্রহণ করতেন এবং
আহলে বিদআতের হাদীস প্রত্যাখান করতেন।’^১

২. ইমাম তিরমিযী (রহ.), খতীবে বাগদাদী (রহ.) ইমাম ইবনে সীরীন
(রহ.)-এর মত এভাবে উল্লেখ করেছেন,

كَانَ فِي رَمَنِ الْأَوَّلِ لَا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ سَأَلُوا
عَنِ الْإِسْنَادِ لَكِي يَأْخُذُوا حَدِيثُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيُتْرَكُوا حَدِيثُ أَهْلِ
الْبِدْعِ.

‘প্রথম শতাব্দীতে মুহাদ্দিসগণ কোনো সনদ জিঞ্জেস করতেন
না। অতঃপর যখন জালহাদীসের যুগ শুরু হল তখন তারা সনদ
জিঞ্জেস করা আরম্ভ করলেন, যাতে তারা আহলে সুন্নাহের
হাদীস গ্রহণ করতেন ও আহলে বিদআতির হাদীস প্রত্যাখান
করতেন।’^২

৩. ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.) অন্য এক বর্ণনা এভাবে করেছেন,

«إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظَرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ».

‘নিশ্চয়ই এ হাদীসশাস্ত্র হচ্ছে দীন, তাই তোমরা দেখে নাও
কার কাছ থেকে দীন অর্জন করছ।’^৩

^১ (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর
রিজাল*, খ. ২, পৃ. ৫৫৯, হাদীস: ৩৬৪০; (গ) আল-জযাজানী, *আহওয়ালুর রিজাল*, খ. ১, পৃ. ৩৬

^২ (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসুলি 'ইলমির রিওয়ায়া*, খ. ১, পৃ. ১২২;
(খ) আত-তিরমিযী, *আল-ইলালুস সগীর*, পৃ. ৭৩৯

^৩ (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৪; (খ) আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১২৪, হাদীস:
৪২৪; (গ) ইবনে আবদুল বারর, *আত-তামহীদ*, খ. ১, পৃ. ৪৬

১০১ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ইমাম ইবনে সীরীন (রহ.)-এর এ সকল মতামত দ্বারা বোঝা গেলো, মুহাদ্দিসগণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে সনদ জিজ্ঞেস করতেন না। কেননা সে সময় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ থেকে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করা হত। সনদের প্রয়োজন ওই সময় দেখা দেয় যখন মিথ্যা হাদীস বানানোর প্রথা শুরু হল, মুহাদ্দিসগণ জালহাদীসের মূল উৎপাতন কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং তাঁরা সকলে বর্ণনাকারীকে হুশিয়ার করতেন এবং বলতেন, হাদীসে তোমাদের দীনের অংশ তাই নিজ দীন গ্রহণকরার পূর্বে ভালোভাবে তথ্য সংগ্রহ করে নাও, যাতে রাসূল (সা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার পরিণতি ভোগ করতে না হয়।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এ সকল ফিতনা ও দূরবর্তী যুগ হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসগণের অধিকাংশ সময় রাবী যাচাই-বাচাইয়ে চলে যেত। সে বিশ্বস্ত কিনা, গ্রহণযোগ্য কিনা? তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিনা, এসকল কারণে মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীস জানার জন্য হাদীসে বিশুদ্ধতা, রদ ও গ্রহণ, রাবীদের মধ্যে পরস্পরা, সাক্ষাৎ, শ্রবণ ও পাঠ ইত্যাদিকে মাপকাঠি বানিয়েছেন। হাদীসে বর্ণনায় এভাবে যাচাই-বাচাই ও সনদের বিশুদ্ধতা বের করার পর যে হাদীস তাদের বিশ্বস্ততার চালনিতে পড়ত তা নিত। আর এভাবেই যাচাই করার কারণে অনেক হাদীস বাদ পড়ে যেত, কিন্তু খায়রুল কুর'নে এ পদ্ধতির প্রয়োজন না থাকার কারণে যে হাদীসই তাদের কাছে আসত তারা সাদরে তা গ্রহণ করে নিত।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) শুধু তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেনি, বরং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সাথে খায়রুল কুর'নের মালায় গাঁথা ছিল। তাঁর হাদীসের মাশায়েখ হাজারো সাহাবায়ে কেরামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাবেয়ীও তো ছিল, বরং তা ছাড়া সাহাবীদের দলও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যে সকল শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁদের যাচাই করার মাপকাঠি শুধু তাঁদের নামই ছিল। নবী (সা.)-এর নিকটবর্তী যুগে হওয়ার কারণে এবং ফিতনা থেকে দূরে থাকার কারণে তাঁর সকল শায়খ ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ছিলেন।

২. ইমাম শা'রানী (রহ.)-এর মতামত

ইমাম আযম (রহ.)-এর এ সকল ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত মাশায়েখের ব্যাপারে ইমাম আবদুল ওয়াহহাব আশ-শা'রানী (রহ.) বলেন, আমার ইমাম

আবু হানিফা (রহ.)-এর তিনটি মাসানীদ দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি সেখানে দেখেছি যে,

لَا يَرْوِي حَدِيثًا إِلَّا عَنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ الْعُدُولِ الثَّقَاتِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَيْرِ
الْقُرُونِ بِشَهَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَالْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ وَعَطَاءٍ وَعِكْرَمَةَ وَجَاهِدٍ
وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَصْرَابِهِمْ ، فَكُلُّ الرُّوَاةِ الَّذِينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ
عُدُولٌ، ثِقَاتٌ، أَعْلَامٌ، أَخْبَارٌ، لَيْسَ فِيهِمْ كَذَابٌ، وَلَا مُتَّهَمٌ بِكَذِبٍ.

‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিশ্বস্ত, ন্যাযপরায়ণ ও সর্বোত্তম তাবেয়ী ব্যতীত কারো থেকে একটি হাদীসও গ্রহণ করেননি। এ সকল তাবেয়ী হলেন যাঁদেরকে নবী (সা.)-এর ভাষায় উত্তম যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আসওয়াদ (রহ.), আলকামা (রহ.), আতা (রহ.), ইকরামা (রহ.), মুজাহিদ (রহ.), মাকহুল (রহ.), হাসান আল-বাসরী (রহ.), এরকম আরও অন্যান্য তাবেয়ী ছিলেন। তাই নবী (সা.) ও তাঁর মাঝে বর্ণনাকারীগণ ন্যাযপরায়ণ, বিশ্বস্ত, উচুমানের ও ইত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ মিথ্যুক ও মিথ্যার অভিযুক্ত ছিলেন না।’^১

ইমাম শারানী (রহ.) আল-মীযানুল কুবরাতে বর্ণনাকৃত উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর যে জ্ঞান অর্জন হয়েছিল তা তাঁর পরে আর কারো ভাগ্যে জুটেনি। কেননা তাঁর সকল বর্ণনাকারী প্রথম সারির তাবেয়ী, যারা সোনালি যুগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বিশ্বস্ত ও ন্যাযপরায়ণ ছিলেন। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তথা ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) তো বর্ণনা কবুল করার জন্য অনেক কড়া শর্তারোপ করেছেন। তা পূরণ হলেই হাদীস গ্রহণ করতেন, কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যেকোনো তাবেয়ী থেকে হাদীস শুনতেন তা শুধু বিপুল ছিল না, বরং সেখানে দুর্বলতার কোনো অবকাশও থাকত না।

এ বিস্তারিত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, পরবর্তী হাদীসের ইমামগণ হাদীস একত্র করার জন্য সনদের মুখাপেক্ষী হতেন, কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এমন এক যুগে হাদীস একত্র করেছেন যেখানে

^১ আশ-শা'রানী, আল-মীযানুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ৬৮

১০৩ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

রাসূল থেকে দূরবর্তী হওয়ার কোনো সমস্যা ও ছিল না এবং জাল হাদীসের ফেতনা ও ছিল না। তাই তাঁর হাদীস গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রকার সনদের প্রয়োজন ছিল না এবং বর্ণনা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন ও ছিল না। কেননা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর হাদীস গ্রহণ হয়ত সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম থেকে হয়েছে বা ন্যায়পরায়ণ তাবেয়ীগণ থেকে হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইলমে হাদীসে ইমামে আযম (রহ.)-এর বিশ্বস্ততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর জানার, বোঝার ও আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আবু সুলাইমান আর-রাবিয়ী: আবু সুলাইমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে রবীআ ইবনে সুলাইমান ইবনে খালিদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে যুবায়র আর-রাবিয়ী (০০০-৩৭৯ হি. = ০০০-৯৮৯ খ্রি.), তারীখু মাওলিদিলি ওলামা ওয়া ওয়াফয়াতিহিম, দারুল আসিমা, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

৩. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, দারুল খানী, রিয়াদ, সউদী আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১)

॥ই॥

৪. আল-ইজলী : আবুল হাসান, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-ইজলী আল-কূফী (১৮১-২৬১ হি. = ৭৯৭-৮৭৫ খ্রি.), মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবহিম ওয়া আখবারিহিম, মাকতাবাতুদ দার, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৫. ইবনুল জা'দ : আবুল হাসান, 'আলী ইবনুল জা'দ ইবনি 'ওবাইদ আল-হাশিমী আল-জাওহারী (১৩৩-২৩০ হি. =

৭৫০-৮৪৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, মুআস্সাসাতু নাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৬. ইবনুল জাওযী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওযী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *সিফাতুস সাফওয়া*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ খ্রি.)

৭. ইবনে আবু হাতিম : আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনিয়র আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি. = ৮৫৪-৯৩৮ খ্রি.), *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত ও দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭১ হি. = ১৯৫২ খ্রি.)

৮. ইবনে আবদুল বার্র: আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বার্র আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮-৪৬৩ হি. = ৯৮৭-১০৭১ খ্রি.), *আত-তামহীদু লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ*, ওয়াযারাতু উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়া, মরক্কো (১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ খ্রি.)

৯. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮-২৩০ হি. = ৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

১০. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.):

- *হুদাস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)
- *তাহযীবুত তাহযীব*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

১০৭ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

- তাকরীবুত তাহযীব, দারুল রশীদ, দামিশক, সিরিয়া
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

১১. ইবনে হাজর আল-হায়সামী: শিহাব উদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-হায়সামী আস-সা'দী আল-আনসারী (৯০৯-৯৭৪ হি. = ১৫০৪-১৫৬৭ খ্রি.), আল-খায়রাতুল হাসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা আন-নু'মান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)
১২. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০-৩৫৪ হি. = ০০০-৯৬৫ খ্রি.), আস-সিকাত, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥ক॥

১৩. আল-কারদারী : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনুল বায্যার আল-কারদারী (০০০-৭২৭ হি. = ০০০-১৩২৬ খ্রি.), মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
১৪. আল-কালাবায়ী : আবু নাসার, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আল-বুখারী আল-কালাবায়ী (৩২৩-৩৯৮ হি. = ৯৩৫-১০০৮ খ্রি.), রিজালু সহীহ আল-বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)
১৫. আল-কাস্তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১-৯২৩ হি. = ১৪৪৮-১৫১৭ খ্রি.), ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী, আল-মাকতাবাতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর (সপ্তম সংস্করণ: ১৩২৩ হি. = ১৯০৫ খ্রি.)

॥খ॥

১৬. আল-খতীবুল বগদাদী: আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.):

- তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)
- আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসুলি 'ইলমির রিওয়ায়া, দারু ইবনিল জওয়ী, দাম্মাম, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩২ হি. = ২০১০ খ্রি.)

১৭. আল-খাওয়ারযমী: আবুল মুওয়াইয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-খুওয়ারযমী (৫৯৩-৬৫৫ হি. = ১১৯৭-১২৫৭ খ্রি.), জামিউল মাসানীদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

॥জ॥

১৮. আল-জুযাজানী : আবু ইসহাক, ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আস-সা'দী আল-জুযাজানী (১০০০-১০৫৯ হি. = ১০০০-৮৭৩ খ্রি.), আহওয়ালুর রিজাল, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥ত॥

১৯. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), আল-ইলালুস সগীর, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৫৭ হি. = ১৯৩৮ খ্রি.)

॥দ॥

১০৯ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

২০. আদ-দারিমী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল ফযল ইবনে বাহরাম আদ-দারিমী আত-তামীমী আস-সামারকন্দী (১৮১-২৫৫ হি. = ৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), *আস-সুনান = আল-মুসনদ*, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৥না॥

২১. আন-নাওয়াবী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুররী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিয়াম ইবনুল হিয়ামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৥বা॥

২২. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আত-তারীখুল কবীর*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৥মা॥

২৩. মারআ আল-কারমী : মারআ ইবনে ইউসুফ ইবনে আবু বকর ইবনে আহমদ আল-কারমী আল-মাকদিসী আল-হাম্বলী (১০০০-১০৩৩ হি. = ১০০০-১৬২৪ খ্রি.), *তানওয়ায়ীর বাসায়িরিল মুকাব্বাদীন ফী মানাকিব আয়িম্মাতিল মুজতাহিদীন*, দারুল ইবনি হাযম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২৪. আল-মিয্বী : আবুল হাজ্জাজ, জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিয্বী (৬৫৪-৭৪২ হি. = ১২৫৬-১৩৪১ খ্রি.), *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাযির রিজাল*, মুআসাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

২৫. আল-মুওয়াফ্ফাক : আবুল মুওয়াইয়িদ, আল-মুওয়াফ্ফাক ইবনু আহমদ আল-মক্কী আল-খাওয়ারযিমী (৪৮৪?-৫৬৮ হি. = ১০৯১-১১৭১ খ্রি.), *মানাকিবুল ইমামিল আয'ম আবী হানীফা*, কোয়েটা, পাকিস্তান (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)
২৬. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বিনাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

৷যা৷

২৭. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায় আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.):
- *আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা*, দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সউদী আরব (১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)
 - *তায়কিরাতুল হফফায় = তাবকাতুল হফফায়*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
 - *সিয়রু আ'লামিন নুবালা*, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)
২৮. আয-যুরকানী : আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে শাহাবউদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আয-যুরকানী (৮৫১-৯২৩ হি. = ১৪৪৮-১৫১৭ খ্রি.), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৷লা৷

১১১ তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

২৯. আল-লালাকায়ী : আবুল কাসিম, হিবাতুল্লাহ, ইবনুল হাসান ইবনে মানসুর আত-তাবারী আর-রাযী আল-লালাকায়ী (০০০-৪১৮ হি. = ০০০-১০২৭ খ্রি.), *শরহ উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআত*, দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সউদী আরব (অষ্টম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

¶শা¶

৩০. আশ-শা'রানী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল-হানাফী আশ-শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হি. = ১৪৯৩-১৫৬৫ খ্রি.), *মাকতাবাতু মুস্তফা আলবাবী*, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৫৯ হি. = ১৯৪০ খ্রি.),

¶সা¶

৩১. আস-সালিহী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (০০০-৯৪৬ হি. = ০০০-১৫৩৬ খ্রি.), *উকুদুল জিমান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আন-নু'মান*, মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি, পাকিস্তান

৩২. আস-সায়মারী : আবু আবদুল্লাহ, আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আস-সায়মারী আল-হানাফী (৩৫১-৪৩৬ হি. = ৯৬২-১০৪৫ খ্রি.), *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহি*, মাতবা'আতুল মা'আরিফ আশ-শরকিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৪৯ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)

৩৩. সুলায়মান ইবনে খলফ আল-বাজী: আবুল ওয়ালীদ, সুলায়মান ইবনে খলফ ইবনে সা'দ ইবনে ওয়ারিস আত-তাজীবী আল-কুরতুবী আল-বাজী আল-উনদুলুসী (৪০৩-৪৭৪ হি. = ১০১২-১০৮১ খ্রি.), *আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ লিমান খারাজা লাহল বুখারী ফিল জামিয়িস সহীহ*, দারুল লিওয়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

তাবেয়ীনে কেরাম, ইলমে হাদীস ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১১২

৩৪. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.):

- *তাবাকাতুল ইফফায*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)
- *তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিব আবী হানীফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

॥হ॥

৩৫. আল-হাসকফী : সদরুদ্দীন, মুসা ইবনে যাকারিয়া (০০০-৬৫০ হি. = ০০০-১২৫২ খ্রি.), *মুসনদুল ইমামিল আযম*, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান